সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫) (খসড়া)

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের তথ্যাবলী

১.০ সমাজসেবা অধিদফতরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সমাজসেবা অধিদফতর অন্যতম জাতিগঠনমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান। সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণ এ অধিদফতরের মূল লক্ষ্য। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী লোক সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এদের ভিতরে এতিম, ভবঘুরে, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দুস্থ রোগী, কিশোর অপরাধী, সামাজিক প্রতিবন্ধী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন, বেকার এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তি রয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতর এ বিপুল জনগোষ্ঠীর সেবা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর সীমিত সম্পদের আলোকে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করে যাচ্ছে।

১৯৬১ সালে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শিক্ষা বিভাগ হতে হস্তান্তরিত দুটি ভবঘুরে কেন্দ্র সমন্বয়ে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজকল্যাণ পরিদফতর স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে সমাজকল্যাণ পরিদফতরের কর্মসূচির পরিধি সমাজকল্যাণের অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন চিকিৎসা সমাজকর্ম, প্রবেশন সার্ভিস, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা কার্যক্রমে বিস্তৃত করা হয়, যার প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে এ পরিদফতরকে সমাজকল্যাণ অধিদফতর নামে একটি স্থায়ী দফতরে উন্নীত করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সমাজকল্যাণ কর্মসূচি আরো সম্প্রসারণ করার পর ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজকল্যাণ দফতরকে সমাজসেবা অধিদফতরে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমের সংখ্যা ৪৭টিরও বেশী।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদফতর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়াধীন এটুআই প্রুকল্পের সহায়তায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে অফিস অটোমেশন, ডিজিটাল ভাতা ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, জাতীয় কেন্দ্রীয় ওয়েবপোর্টাল এর আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবপোর্টাল তৈরি, ডিপার্টমেন্টাল ব্লগ চালু অন্যতম। এসকল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামো অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলায় ও তেজগাঁও সার্কেলসহ দেশের সকল উপজেলায় বিস্তৃত।

সমাজসেবা অধিদফতরের নির্বাহী প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক এবং তার অধীনে ৩ জন পরিচালক, ০৫ জন অতিরিক্ত পরিচালক, ৮৭ জন উপপরিচালক, ১১৮ জন সহকারী পরিচালকসহ সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন বিভিন্ন কর্মসূচিতে রাজস্ব ও অস্থায়ী রাজস্ব খাতে ৯১১ টি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার ২৪৩ টি দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার ৬১০৯ টি তৃতীয় শ্রেণির এবং ৪২৪৬ টি চতুর্থ শ্রেণির পদসহ মোট ১১৭২৩ টি পদ রয়েছে এবং এসব পদে নিয়োগকৃত জনবল অধিদফতরের বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচি পরিচালনায় কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন পদের বিভাজন দেওয়া হলো :

২.১ সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল পরিস্থিতি

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ			পূরণকৃত পদ			শূন্য পদ		
	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট	রাজস্ব	অস্থায়ী রাজস্ব	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৯৩৬	১৮৯	১১২৫	৫৯৮	১৪৩	৭৪১	২৯৪	৯০	৩৮৪
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১৬৬	৭৭	২৪৩	৩৬	৭৭	১১৩	১৩০	০০	১৩০
৩য় শ্রেণির কর্মচারি	৫৪৪৬	৬৭০	৬১১৬	৪৫৪৬	৮৯০	৫৪৩৬	৯০০	৭৮	৯৭৮
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	২৩৯৯	১৮৫৪	৪২৫৩	২১৪১	১৮২৬	৩৯৬৭	৮৫৩	২৮	৮৮১
মোট	৮৯৪৭	২৭৯০	১১৭৩৭	৭৩২১	২৯৩৬	১০২৫৭	২১৭৭	১৯৬	২৩৭৩

৩.০ সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

(ক) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা অর্জনসহ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান ;

(খ) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা ;

(গ) দুস্থ, অসহায়, এতিম, ভবঘুরে, অপরাধপ্রবণ শিশু ও প্রতিবন্ধীদের দক্ষ মানব সম্পদে উন্নীত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ;

(ঘ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন করে সমাজ উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণ ;

(ঙ) সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ;

(চ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অর্থাৎ বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা ;

(ছ) এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা ;

(জ) সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে অবদান রাখার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধনপূর্বক তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং সংস্থাসমূহকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।

৪.০ অধিদফতরের বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতরের মূল রাজস্ব বাজেটে ২৪৮ কোটি ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল এবং সংশোধিত বাজেটে যা ২৬০ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতরের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের মূল এডিপিতে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ২০ টি এবং মোট বরাদ্দ ১৪০ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১৬ টি এবং মোট বরাদ্দ ৯৮ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।

৫.০ সমাজসেবা অধিদফতরের অধিশাখাভিত্তিক ২০১৩-২০১৪ সালের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সমাজসেবা কার্যক্রমকে তিনটি অধিশাখার মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। যেমন :

(ক) প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা;

(খ) কার্যক্রম অধিশাখা;

(গ) প্রতিষ্ঠান অধিশাখা।

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা, পরিচালক (কার্যক্রম) এর নেতৃত্বে কার্যক্রম অধিশাখা এবং পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান অধিশাখা কর্তৃক সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৫.১ প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী

এ অধিশাখা সমাজসেবা অধিদফতরের প্রশাসন, অর্থ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং প্রকাশনা, গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত। অধিদফতরের কার্যক্রম অধিশাখা এবং প্রতিষ্ঠান অধিশাখার কার্যক্রম বাস্তবায়নেও প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর আওতায় পরিচালিত দায়িত্বসমূহ :

(ক) সমাজসেবা অধিদফতরের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুর এবং বিভাগীয় মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণ ;

(খ) অধিদফতরের সকল প্রকার গোপনীয় রেকর্ডপত্র, দলিল, নথি ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ। সমাজসেবা অধিদফতরের সকল শাখার সাথে সমন্বয় সাধন এবং মাসিক সমন্বয় সভা আহ্বান, কার্যবিবরণী প্রণয়ন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(গ) অধিদফতরের যানবাহন ক্রয়, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঘ) অধিদফতরের রাজস্ব খাতের সকল প্রকার যন্ত্রপাতি ও মালামাল দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন শাখায় বিতরণ;

(ঙ) সদর দফতরের অধীন সকল কার্যালয়ে চিঠিপত্র প্রেরণ এবং সেখান থেকে আগত চিঠিপত্রাদি বিভিন্ন শাখায় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ;

(চ) জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি/আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা;

(ছ) পরিকল্পনা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(জ) প্রকাশনা, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ঝ) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ;

(ঞ) প্রটোকল সার্ভিস প্রদান করা।

৫.২ প্রশাসনিক কার্যাবলী ছাড়াও এ অধিশাখাটি সকল প্রকার আর্থিক দায়িত্বাবলী সম্পাদন করে থাকে। যেমন:

(১) আর্থিক বছরে অনুন্নয়ন খাতের সংশোধিত বাজেট, মধ্যমেয়াদী বাজেট এবং পরবর্তী আর্থিক

বছরের প্রাক্কলিত বাজেট প্রণয়ন;

(১) বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসসমূহে বিতরণ;

(২) বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের হিসাব সংরক্ষণ;

(৩) সরকারি অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা ;

(৪) সরকারি আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ আদেশের আলোকে অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব বিবেচনাকরণ;

(৫) সরকারি আর্থিক বিধির আলোকে বকেয়া দাবী পরিশোধ পরীক্ষাকরণ;

(৬) অধীন অফিসসমূহের নিরীক্ষা কাজ সমাপ্তকরণ ও নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;

(৭) অধিদফতরের সকল সরকারি হিসাবে জমাকৃত অর্থ নিরীক্ষাকরণ;

(৮) পেনশন সংক্রান্ত সকল পত্রাদি পরীক্ষা করে চূড়ান্তকরণ ;

(৯) সরকারি নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী সকল অগ্রিম মঞ্জুরীর প্রস্তাব পরীক্ষাকরণ ও যথানিয়মে আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(১০) অধিদফতরাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভ্রমণ ভাতা বিল পাশকরণ এবং বকেয়া দাবীর যথাযথ যাচাইপূর্বক নিরীক্ষণ ও পাশকরণ;

(১১) অর্থবছর সমাপ্তকালে অব্যয়িত অর্থ সমর্পনকরণ এবং প্রধান হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন।

৫.৩ প্রশাসন ও অর্থ শাখার ২০১৩-২০১৪ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো: নিয়োগ, পদ নিয়মিতকরণ ও পিআরএল সংক্রান্ত

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনযোগে পর্যায়ক্রমে ৫৭ জন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার (১ম শ্রেণি) পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২য় শ্রেণির সমাজসেবা অফিসার/সমমানের ২১৩ টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চলমান।
- রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত ৮ টি উন্নয়ন প্রকল্পের ২৭৫ টি পদ অস্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তর এবং এসআরও জারির বিষয়টি চলমান রয়েছে।
- ৫ টি সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের ৭৯৮ টি পদসহ জনবল অস্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদন্তাধীন রয়েছে।
- এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬ বিভাগে ৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ১৫৮ টি পদ অস্থায়ী রাজস্ব খাতে সৃজন করা হয়েছে।
- ময়মনসিংহ জেলাধীন তারাকান্দা নামক একটি নতুন উপজেলা সেটআপে উপজেলা সমাজসেবা অফিস উপজেলা কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন হতে 'সমাজসেবা অধিদফতর গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২' চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে। যা বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর বিষয়টি চলমান।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রতি বছর ১ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপনের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৪র্থ শ্রেণির ৩৫৬ জন, ৩য় শ্রেণির ১৪৯ জন কর্মচারিকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ২৫ জন স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

৫.৪ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতরের অন্যান্য কার্যাবলী

৫.৪.১ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতর ও অধস্তন দফতরের তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া ই-সেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য। সরকারের এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' দ্রুত বাস্তবায়নে এবং ই-নেতৃত্ব বিকাশে সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ (এটুআই) এর সাথে একযোগে কাজ করতে সমাজসেবা অধিদফতর সবসময় বদ্ধপরিকর।

আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক গৃহীত আইসিটি বিষয়ক পদক্ষেপ:

- সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন সকল জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে কম্পিউটার, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে ।
- সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন সকল অফিসে ডিজিটাল নথি নম্বর চালু করা হয়েছে এবং বাংলা ইউনিকোডের প্রচলন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- এটুআই কর্মসূচির আওতায় ন্যাশানাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের এবং জেলা ও উপজেলার মধ্যে কানেক্টিভিটিসহ ওয়েবসাইট চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে এবং কার্যক্রমের ওপর পারস্পরিক মত বিনিময়ের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচির সহায়তায় ও নির্দেশনায় সমাজসেবা অধিদফতরের ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ ব্যবহার করা হচ্ছে।
- যশোর জেলাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কার্যালয়ে ই-সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

- সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় দুস্থ শিশুদের জন্য সিএমএস সফট্ওয়্যার (www.dsscms.gov.bd) প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- স্কার প্রকল্পের আওতায় একটি সমন্বিত এমআইএস সিস্টেম তৈরির কাজ চলছে।

- আরো উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।
- জনগণের তথ্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করতে নিয়মিত সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইট (www.dss.gov.bd) হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- সচিবালয় নির্দেশমালার আওতায় অধিদফতর ও এর আওতাধীন সকল কার্যালয়/প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ১৫০০ টি নিজস্ব ডোমেইনভুক্ত ওয়েবমেইল একাউন্ট তৈরি করা হয়েছে।

৫.৪.২ আলোচ্য বছরে ৮ লক্ষ টাকার ৫ টি অডিট আপত্তি পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া এ বছরে ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকার ৩৮৫ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৭ টি দ্বিপক্ষীয় ও ৩ টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৫.৪.৩ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ০৭ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, ০৩ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা, ২৫ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারি ও ০৯ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারির বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ১২ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, ০১ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা, ২১ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারি ও ০৭ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারির বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৬.০ কার্যক্রম অধিশাখা কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ

কার্যক্রম অধিশাখা সমাজসেবা অধিদফতরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিশাখা। এ অধিশাখার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, চিকিৎসাসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা কার্যক্রম এবং সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী তথা হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ অধিশাখা হতে কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নে তদারকি মূল্যায়ন, উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে বাস্তবমুখী দিকনির্দেশনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। অধিশাখার কার্যক্রম নিম্নে দেওয়া হলো :

- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম ;
- জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার (আরএমসি) কার্যক্রম ;
- শহর সমাজসেবা (ইউসিডি) কার্যক্রম ;
- এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ;
- বয়স্কভাতা প্রদান কার্যক্রম ;
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম ;
- অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ;
- দগ্ধজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম ;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম ;
- হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম ;
- প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস ;
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।

৭.০ ২০১৩-২০১৪ সালে পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির তথ্য

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি অংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। এ দরিদ্র্যতা বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। সরকারের যে সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর দারিদ্র্য বিমোচনে দায়িত্ব পালন করছে তার মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর অন্যতম। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজ উন্নয়নে পাঁচটি বিষয়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। যার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কৌশল ও লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার সাথে সম্পর্ক রেখে সমাজসেবা অধিদফতর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ অধিদফতর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয়

জনসংখ্যা (RMC) কার্যক্রম, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম ও এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৭.১ পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, অশিক্ষা, কুসংস্কার, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা জর্জরিত হয়ে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) পরিচালিত হচ্ছে।

- ১৯৭৪ সালে দেশের তৎকালীন ১৯ টি থানায় পাইলট হিসেবে এ কার্যক্রম সর্বপ্রথম চালু করা হয়। কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে এ কার্যক্রম আরো ১৯টি থানায় সম্প্রসারণ করা হয়।
- উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ কর্মসূচির ২য় পর্ব ১৯৮০-৮৭, ৩য় পর্ব ৮৭-৯২, ৪র্থ পর্ব ৯২-৯৫, ৫ম পর্ব ৯৫-২০০২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়।
- রাজস্ব বাজেটে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম পর্ব-৬ প্রকল্পটি জুলাই,২০০৪ থেকে জুন,২০০৭ পর্যন্ত দেশের ৪৭৭ টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বর্তমানে দেশব্যাপী সকল উপজেলায় এ কর্মসূচি সফল ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কার্যএলাকা ও বাস্তবায়ন কৌশল

সম্প্রসারিত পল্লী সমাজকর্ম পর্ব-১ হতে ৬ পর্যন্ত (১৯৭৪ থেকে ২০০৭) দেশের ৪৭৭ টি উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) কর্তৃক ইউনিয়ন ও প্রকল্প গ্রাম নির্বাচন করা হয়। উপজেলা প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে সদস্যসচিব এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মোট ১৬ সদস্যবিশিষ্ট পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন (ইউপিআইসি) কমিটি এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- ❖ উপজেলা পর্যায়ে উক্ত কমিটি কর্তৃক গ্রাম নির্বাচন করার পর গ্রামে বেইস লাইন জরিপের মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে পরিবারগুলোকে ক, খ ও গ এই ৩ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মাথাপিছু গড় আয় (দরিদ্রতম) ক শ্রেণি, ৫০,০০১ টাকা হতে ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত খ শ্রেণি, ৬০,০০১ টাকা বা তদুর্ধ (দরিদ্রসীমার উর্ধ্বে) গ শ্রেণি হিসেবে ধরা হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্রতম শ্রেণিকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।
- ❖ ভৌগলিক অবস্থান ও লক্ষ্যভুক্ত পরিবারের সংখ্যার দিক বিবেচনায় প্রতিটি কার্যক্রমভুক্ত গ্রামে 'ক' ও 'খ' শ্রেণিভুক্ত পরিবার হতে প্রতিনিধি নিয়ে কমপক্ষে ১(এক) টি মহিলা দলসহ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) টি কর্মদল গঠন করা হয়। প্রতিটি কর্মদল ১০ হতে ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।
- ❖ কর্মদল যাতে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানে সক্রিয় হয় তার জন্য তাদের ২০টি কার্য সম্পাদন করতে হয়। যেমন: মাসিক সঞ্চয় প্রদান, নিয়মিত সভায় অংশ গ্রহণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুকে মায়ের বুকের দুধ প্রদান, ছোট পরিবার গঠন, টিকা দান, সকল শিশুকে স্কুলে গমন নিশ্চিতকরণ, স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা, বৃক্ষরোপণ, আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার, বাল্যবিবাহ রোধ, এতিম-প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের প্রতি যত্নবান হওয়া ও অন্যান্য।

- ❖ ইউপিআইসি কমিটির অনুমোদনক্রমে একজন ঋণগ্রহীতাকে সর্বাধিক ৩ বার ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে শ্রেণি পরিবর্তনের বিষয়টি পুনঃজরিপ করে মূল্যায়নপূর্বক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।
- ❖ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের শুরুতে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১,০০০ হতে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং যা বৃদ্ধি করে প্রতিটি পরিবারকে অনধিক ৫,০০০ টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হতো। বর্তমানে প্রতিটি পরিবারকে অনধিক ৫,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ❖ উল্লেখ্য, সময়ের প্রয়োজনে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) বাস্তবায়ন নীতিমালা (তৃতীয় সংস্করণ) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে আলোকে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪,৩৩২ জনকে বিভিন্ন পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তোলা হয়েছে এবং তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ হিসাবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ ৭৬০২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৮৭,৪৩০ টি পরিবার ঋণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৮৬%।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে অগ্রগতির বিবরণ

ক্রমিক	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	৫২৯৭.০০ লক্ষ টাকা	৮৭,৪৩০ টি পরিবার	৬৩৩৭.৭২ লক্ষ টাকা	৮৬%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
৪,৮৫৩ জন	৯৯,৬৩৭ জন	৯৮,৫২০ জন	১,৯২,৪৩৫ জন	৭৫,৪৩৫ টি

৭.২ পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় জনসংখ্যা (RMC) কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্প

১৯৭৫ সনে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের ব্যবহার শীর্ষক প্রকল্প প্রবর্তন করা হয়। পল্লী এলাকায় নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি প্রদান এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যারোধ এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলেও নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচির ভূমিকা অতীব ফলপ্রসূ। প্রকল্পটির ৪ টি পর্ব বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হলেও ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্ব ২টি জিওবি অর্থে পরিচালিত হয়েছে।

কার্যএলাকা

দেশের ৬৪ টি জেলার ৩২৯ টি উপজেলার ৩১০৫ টি ইউনিয়নের ১২,৯৫৬ টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র গঠন করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম জুন ২০০৪ সালে সমাপ্ত হলেও বর্তমানে বিদ্যমান জনবল দ্বারা মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

বিগত ৩৯ বছরে (১৯৭৫ হতে জুন,২০১৪) ১২,৮১,৭৯৬ জন গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাকে মাতৃকেন্দ্রের সদস্যা হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯,৫৯,৭৭৬ জন মহিলাকে বিভিন্ন পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষ করে তোলা হয়েছে এবং তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ হিসাবে ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভূত আকারে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৩৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। যার মাধ্যমে ৮,৬২,৪৭০ টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৮৮%।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে পল্লী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় জনসংখ্যা (RMC) কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

ক্রমিক	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	৯৮.৬৮ লক্ষ টাকা	৪,০৯৮ জন	৮৭.৩৩ লক্ষ টাকা	৮৮.৫%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
৩,০০০ জন	৩,১৬৬ জন	৩,৪৫০ জন	৫,১০০ জন	৪,৯৫০ টি

৭.৩ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদফতরের একটি আদি কর্মসূচি। শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের সংগঠিতকরণ, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধিকল্পে ও কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যএলাকা

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের (৫০ টি রাজস্ব বাজেটে ও ৩০ টি উন্নয়ন বাজেটে) মাধ্যমে শহরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে যে বস্তি এলাকায় সব স্বল্প আয়ের লোকজন বসবাস করে তাদের চিহ্নিত ও সংগঠিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতন করে তোলা ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা হচ্ছে। শহর এলাকায় দরিদ্র ও কম সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

এ পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল বাবদ মোট ২৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৮৯ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ১১ হাজার ৬৫৬ জন। যার মধ্যে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৮৫ জন, কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৪৬ জন এবং সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ১৫ লক্ষ ৭২ হাজার ২২৫ টি পরিবার উপকৃত হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

ক্রমিক	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	আদায়ের হার
১	২	৩	৪	৫
০১.	**১৬,৭৪,৫৩,৭০০** টাকা	১০,২৫৪ জন	৪,৪৯,৯৫,৬৫৪ টাকা	৮৮%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন
৬	৭	৮	৯	১০
১৭,৯৫০ জন	৭,১০০ জন	২৩,৫০০ জন	৯,১০০ জন	২২,৩০০ টি

৭.৪ এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপার্জনমুখী কাজে পুঁজি সরবরাহের জন্য সহজ শর্তে সুদমুক্ত ঋণ (Micro-credit) প্রদান, দগ্ধজনিত ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দক্ষতা ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ সরবরাহ এবং প্রয়োজনে অনুদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. দগ্ধ ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

খ. কার্যক্রম এলাকায় জরিপের মাধ্যমে দগ্ধ ব্যক্তিদের সংখ্যা নিরূপণ করা ;

গ. প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার তালিকা (Priority list) প্রণয়ন করা ;

ঘ. দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতাভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে প্রয়োজনে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ;

ঙ. দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতাভিত্তিক পেশা অথবা ব্যক্তি যে কাজে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এরূপ যে কোন কাজের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ (Micro-credit) সহায়তা প্রদান ;

চ. প্রচার মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণ ও পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সতর্ক স্থানান্তর ও দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য দক্ষ স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান/সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা।

সর্বোপরি দগ্ধ হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে জনগণকে সচেতন ও সতর্ক করা, এসিড নিক্ষেপ বা অন্যান্য কারণে দগ্ধজনিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানমূলক কাজে আর্থিক ঋণ সহায়তা দিয়ে এ সকল অসহায় লোকদের উন্নয়ন স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

দেশের সকল উপজেলা ও সকল শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত (যে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ৬০,০০০ টাকার ঊর্ধ্বে নয়)

এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা হতে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ২ মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে (১৫ দিন পর পর) ঋণের টাকা আদায় করা হয়।

কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৮ সদস্যের ''জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি'' ও জেলা পর্যায়ে ১৩ সদস্যের "জেলা পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি'' উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের ''উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি'' এবং শহর ও মহানগর এলাকার জন্য শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত ''ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি'' কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

- এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১(এক) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৯৯,৬১,৬০০ টাকা ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিতরণের হার ছিল ১০০%।
- কার্যক্রমের আওতায় বর্ণিত অর্থবছরে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ৩,৬১৩ টি পরিবার উপকৃত হয়। উল্লেখ্য, শুরু হতে এ পর্যন্ত উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ১,৫২,৩৬২ টি।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ করা হয়েছে ৭,৮১,৪৭,৪৪৬ টাকা। বর্ণিত অর্থবছরে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৭,৯৬,৩৬,৫৩৭ টাকা।
- আদায়ের হার ৬৪%।

৮.০ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদফতরের রয়েছে ঈর্ষণীয়

সাফল্য। এ সকল ভাতা কার্যক্রমের মাধ্যমে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানসহ তাদের সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার পথ দেখানো হচ্ছে। এ সকল ভাতা কার্যক্রমের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সাফল্য পর্যায়ক্রমে নীচে পেশ করা হলো :

৮.১ বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি

বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এনে পৃথিবীর অপরাপর কল্যাণকর রাষ্ট্রের ন্যায় সীমিত পরিসরে হলেও আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের জীবনযাত্রায় সহায়তা প্রদান ও নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বার্ধক্যের কারণে যারা দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষম ও দুস্থাবস্থায় পতিত হয়ে জীবনের সায়াহ্নকাল অতিবাহিত করছেন তাদের জন্য ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের এপ্রিল'৯৮ হতে বয়স্কভাতা প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে।

- বর্তমান সরকার এ কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচেছ। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ২৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫০০ জন ভাতাভোগীর জন্য জনপ্রতি মাসিক ৩০০ টাকা হারে মোট বরাদ্দ ছিল ৯৮০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৯৭৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৯.৯৭%।
- বর্ণিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগীর মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- ভাতাভোগীদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিআইডিএস কর্তৃক বয়স্কভাতা সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ভাতা কার্যক্রমের নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।

৮.২ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি ১৯৯৮ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতররের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়। এ কার্যক্রমের অধিক গতিশীলতা আনয়নের জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরে পুনরায় এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে সমাজসেবা অধিদফতর পূর্বের ন্যায় মাঠ পর্যায়ে এ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করছে।

- বর্তমান সরকার এ কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১০ লক্ষ ১২ হাজার জন ভাতাভোগীর জন্য জনপ্রতি মাসিক ৩০০ টাকা হারে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৬৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৩৬৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৯.৮৫% ।
- বর্ণিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগীর মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।

৮.৩ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রদানে বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকারের বিগত

শাসনামলে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন,২০০১ প্রণয়ন করা হয়। এ আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের

অধিকার সংরক্ষণে অনন্য দলিল। সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকার কর্তৃক

প্রবর্তিত অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় ২০০৮-০৯

অর্থবছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল

২৫০ টাকা। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার ভাতার পরিমাণ, ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করে।

- বর্তমান সরকার এ কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ জন ভাতাভোগী জন্য জনপ্রতি মাসিক ৩৫০ টাকা হারে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩২ কোটি ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১৩১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৯.৬৮% ।
- বর্ণিত সময়ে এ কার্যক্রমের আওতায় সকল ভাতাভোগীর মধ্যে ভাতার অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছতার নিমিত্ত সকল ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি এবং মাসিক মাথাপিছু ভাতার হার ৩০০ টাকা হতে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

৮.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

সরকার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ যাতে অর্থাভাবে লেখাপড়া থেকে ঝরে না পরে সে জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রবর্তন করেছেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ৪১ জন এবং বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার এ কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভাতার পরিমাণ, ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করে।

- এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ২০ হাজার ৪৮২ জন ভাতাভোগীর জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।
- বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। বিতরণের হার ছিল ৯৯.৫৮%।
- উপবৃত্তি প্রদানে অধিকতর স্বচ্ছতা বজায় রাখার নিমিত্ত উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব হতে চেকের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়।
- ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উপবৃত্তি প্রাপকের সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৯.০ হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি অন্যতম সেবাভিত্তিক কার্যক্রম। যার মাধ্যমে হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব হয়। যে সব সমস্যা রোগীর রোগ নিরাময়ে মানসিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সকল সমস্যা চিহ্নিতকরণপূর্বক তা সমাধানে চিকিৎসক ও রোগীকে সম্ভাব্য সব ধরণের সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সহায়তা দানই এ কার্যক্রমের প্রধান কাজ। এ কারণেই হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে একজন রোগীকে তার শারীরিক, মানসিক তথা সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট করে তোলা সম্ভব হয়।

চিকিৎসাক্ষেত্রে সমাজকর্ম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজকর্মের প্রয়োগ অল্প দিনের মধ্যেই চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করতে পারে এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে এর দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে।

কার্যএলাকা

গরীব, অসহায় ও দুস্থ রোগীদের রোগ নিরাময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসককে সহায়তা প্রদান করে হাসপাতালে সুযোগ-সুবিধা ও সেবা অধিক সংখ্যক রোগীর জন্য উন্মুক্ত করার প্রয়াসে ৮৪টি হাসপাতালে পরিচালিত চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের প্রতিটি ইউনিটে ১টি করে 'রোগীকল্যাণ সমিতি ' গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

এ কার্যক্রমের অধীনে গরীব অসহায় দুস্থ রোগীদের ঔষধ, রক্ত, খাদ্য, বস্ত্র, চশমা, হুইল চেয়ার ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর মাধ্যমে আলোচ্য ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে মোট উপকৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৫৩ জন।

১০.০ প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস একটি অন্যতম সমাজভিত্তিক অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম। প্রথম অপরাধী ও লঘু অপরাধে দণ্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জেলখানায় না রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব পরিবারে ও পরিবেশে রেখে কেস ওয়ার্ক, সংশোধন, সামাজিকীকরণ ও অন্যান্য আইনসংগত উপায়ে উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন করার নিমিত্ত প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অপরাধ একটি সামাজিক ব্যাধি। অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে

অনেকেই শৈশব থেকে আবার কখনো স্বজ্ঞানে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি সভ্য দেশে অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শাস্তি অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক না হয়ে বরং অপরাধ বিস্তারে সহায়ক হয়। বস্তুতঃপক্ষে অপরাধের দায়ে কোন অপরাধীকে যখন কারাগারে প্রেরণ করা হয়, কারাগারে থাকাকালীন সে অন্যান্য দাগী অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে মারাত্মক ধরনের অপরাধের অভিজ্ঞতা ও কুশিক্ষা লাভ করে থাকে। এ প্রেক্ষিতে অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও আধুনিক চিন্তাবিদগণ মনে করেন অপরাধ সংশোধনের ক্ষেত্রে একজন অপরাধীর শাস্তি দানের পরিবর্তে গঠনমূলক সংশোধন অর্থাৎ শাস্তির পরিবর্তে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে তার নিজ পরিবেশে সমাজে রেখেই চারিত্রিক সংশোধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা উত্তম। বাংলাদেশে প্রবেশন সার্ভিস চালু করার লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে দ্য প্রবেশন অভ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স (সংশোধিত) জারী করা হয়।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. শিশু আইন ২০১৩ এবং দ্য প্রবেশন অভ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৬০ এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা ;

২. যে কোন বয়সের প্রথম অপরাধী ও কিশোর অপরাধীকে নিজের ভুল উপলব্ধি করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করার সুযোগ প্রদান ;

৩. সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা এবং পরামর্শের মাধ্যমে অপরাধের মূল কারণ নির্ণয় করে অভিযুক্ত ব্যক্তির সংশোধনের ব্যবস্থা করা ;

৪. সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে দাগী আসামী হিসেবে চিহ্নিত না করে সমাজে তাকে পুনর্বাসনের সুযোগ দান করা ;

৫. অপরাধের কারণে লেখাপড়া, চাকরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করা ;

৬. অপরাধী ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের জন্য উপদেশ, পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সৃজনশীল ও কর্ম উপযোগী সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে জাতীয় উন্নয়নের শ্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা।

কার্যএলাকা

১৯৬২ সালে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর ৭২ টি জেলা ও বর্তমানে বাংলাদেশের সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল

হাইকোর্ট, জেলা ও দায়রা আদালত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্তৃপক্ষ, কারা কর্তৃপক্ষ, আইনজীবী এবং প্রত্যেক জেলায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিয়োজিত প্রবেশন অফিসারের সমন্বয়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

প্রবেশন পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে যখন দোষী সাব্যস্থ হয় তখন বিচারক রায় স্থগিত রেখে কর্তব্যরত প্রবেশন অফিসারকে অপরাধীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধান করে একটি প্রাক-দণ্ডাদেশ রিপোর্ট চান। রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রবেশন অফিসার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অপরাধীর চরিত্র, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা বয়স পরিবার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি সংশোধনের যোগ্য বলে মনে করেন তা হলে তিনি প্রবেশনের সুপারিশ করে প্রাক-দণ্ডাদেশ রিপোর্ট দাখিল করেন। বিচারক প্রতিবেদন যুক্তিযুক্ত মনে করলে প্রবেশন মঞ্জুর করেন।

কার্যক্রমের অগ্রগতি

এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৩৬ জনকে প্রবেশনে মুক্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৯৪৫ জনকে আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১১.০ স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সেচ্ছাসেবী সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদফতর স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন

ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং) মোতাবেক জুন'১৪ পর্যন্ত মোট ৬২,৭৭৩ টি স্বেচছাসেবী

সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

- ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতর হতে ৭৯ টি সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে কর্মরত জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালকদের মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকায় এ পর্যন্ত ১০,৮২৭ টি সংস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে ।
- স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বর্তমানে নিবন্ধন প্রক্রিয়া আরো অধিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ৭.২.১২ তারিখ হতে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার ছাড়পত্র গ্রহণের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- গত ২৬.১১.১১ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সংস্থার নিবন্ধন ফি ২,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা বৃদ্ধি করে ২৫,০০০ টাকা করার কাজ চলমান রয়েছে।
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মসূচিসমূহ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও তাদের জন্য পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত এবং সমাজ হতে ভিক্ষাবৃত্তি পেশা নিরসনেকল্পে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- হিজড়া পুনর্বাসন কর্মসূচি ;
- বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ;
- প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি ;
- ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন কর্মসূচি।

১২.১ হিজড়া পুনর্বাসন কর্মসূচি

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে **"হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন"** শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। হিজড়াদের প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- স্কুলগামী হিজড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;

- ❖ হিজড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও সামাজিক সুরক্ষা;
- ❖ পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ;

কার্যএলাকা

পাইলট কার্যক্রম হিসেবে ৭ জেলায় প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়িত হলেও পরবর্তীতে সমগ্র বাংলাদেশে হিজড়া জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে এ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নতুন ১৪ টি জেলাসহ মোট ২১ টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। যথা- ঢাকা, নেত্রকোণা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, বি-বাড়িয়া, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, খুলনা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, দিনাজপুর এবং সিলেট।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ও উপকৃতের সংখ্যা

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি ৭ লক্ষ ৩১ হাজার ৬০০ টাকা। এ কর্মসূচির আওতায় ৭৬২ জন হিজড়া শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি, ১৮ বছর বয়স উর্ধ্ব ১০৭১ জনকে মাসিক ৩০০ টাকা হিসেবে ভাতা এবং ৯৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২.২ বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে **বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন** শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করার নিমিত্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ❖ স্কুলগামী হিজড়া বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান ;
- ❖ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন ;
- ❖ বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও সামাজিক সুরক্ষা ;
- ❖ পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ ।

কার্যএলাকা

পাইলট কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৭ টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে নতুন ১৪ টি জেলাসহ মোট ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। যথা- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বি-বাড়িয়া, পাবনা, নওগাঁ, দিনাজপুর, নীলফামারী, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী এবং হবিগঞ্জ।

বরাদ্দ ও অগ্রগতি

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। এ কর্মসূচির আওতায় ২৮৭৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান, ১০৫০ জনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও ১০,৫০০ জনকে ৩০০ টাকা হারে মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। মোট উপকৃতের সংখ্যা ১৪৪২৭ জন।

১২.৩ 'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সমাজের অনগ্রসর এবং প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের অঙ্গীকার করেছে।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী'র একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত এবং শিকার মর্মে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'র সমসুযোগ ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, ১৯৯৫ এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধীকল্যাণ আইন, ২০০১ প্রণয়ন করা হয়।

প্রতিবন্ধিতা দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ আবার দারিদ্রের কারণেও কিছু ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত হয়। ধারণা করা হয়, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম। সাধারণত জন্মগত প্রতিবন্ধিতা ছাড়াও অপুষ্টি, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সীমিত সুযোগ, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সংঘাত, দুর্ঘটনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিবন্ধিতা'র অন্যতম কারণ। প্রতিবন্ধিতা'র উল্লেখযোগ্য অংশ নিরাময়যোগ্য হলেও অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সচেতনতার অভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাব প্রতিবন্ধিতাকে প্রকট করে তুলে থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'র অধিকার সুরক্ষা এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ ওয়ানস্টপ থেরাপি সার্ভিস, অটিজম রিসোর্স সেন্টার ও অবৈতনিক অটিস্টিক বিদ্যালয়, কর্মজীবী প্রতিবন্ধী হোস্টেল ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধিতা অর্থ যেকোনো কারণে ঘটিত দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ীভাবে কোনো ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক বা বুদ্ধিগত বা বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা বা প্রতিকূলতা এবং উক্ত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার পারস্পরিক প্রভাবকে বুঝাবে, যার কারণে উক্ত ব্যক্তি সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হন।

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। সকল প্রতিবন্ধিতা দৃশ্যমান নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতা দীর্ঘস্থায়ীও নয়। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্থায়ী প্রতিবন্ধিতা দেখা যায়। এ জন্য প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র গাইডলাইন অনুযায়ী International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের মেডিকেল কলেজসমূহে এ পদ্ধতির আওতায় বিভিন্ন ডিভাইস' এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা শনাক্ত করা হচ্ছে। তবে এ কার্যক্রম সীমিত পরিসরে থাকায় প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণে কোনো কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবন্ধিতা'র ধরন চিহ্নিতকরণ, মাত্রা নিরূপণ ও কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব হলে প্রতিবন্ধিতার ধরন উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'র দারিদ্র নিরসন ও জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী'র একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অবহেলিত অংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'র অধিকার সুরক্ষা এবং বিশেষ

সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

- বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পরিবার/ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ, দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ছবিসহ তথ্য সম্বলিত database প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগী করার নিমিত্ত প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ ১ জুন ২০১৩ থেকে শুরু হয়েছে। দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রমের আওতায় জুন' ২০১৪ পর্যন্ত ১৭,৩৭,৯০৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জরিপকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ৫৬৪ টি উপজেলা/ইউসিডির এ পর্যন্ত ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ১২,৮৫,৬৫৬ জন।

'প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ' কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী'র পরিবার/ব্যক্তি'র সংখ্যা নির্ধারণ ;
- দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ ;
- সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান ;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ছবিসহ তথ্য সম্বলিত data base প্রস্তুত করে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগীকরণ ;
- সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পে সঠিকভাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যভুক্ত করা এবং লক্ষ্যভুক্তির কৌশল সহজতর করা ; এবং

উল্লেখ্য যে, প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণের জন্য ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ওয়েব বেজড্ ডায়নামিক সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১২.৪ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

- ভিক্ষাবৃত্তি একটি অভিশাপ, যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঘুণে ধরা অংশ। ভিক্ষাবৃত্তির এ অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্তকরণ ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ভিক্ষুক জরিপ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে **ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্টির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান** শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়।
- ঢাকা মহানগরীকে ১০টি ভাগে ভাগ করে ২০১১ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর জরিপ কাজ পরিচালনা করে জরিপকৃতদের ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়। জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্টির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় ৩৭ জন ও জামালপুর জেলায় ২৯ জন ভিক্ষুককে রিকশা, ভ্যান ও ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি বিতরণের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- পরবর্তীতে ঢাকা শহরকে ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে মহানগরীর বিমানবন্দর এলাকা, হোটেল সোনারগাঁও, হোটেল রূপসী বাংলা, হোটেল রেডিসান, বেইলী রোড, কূটনৈতিক জোন ও দূতাবাস এলাকাসমূহকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- ঢাকা শহরকে ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত হিসেবে ঘোষিত এলাকাসমূহে অভিযান চালানোর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সমাজকল্যাণ

মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতর এর কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারে কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা ২১ জুলাই ২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- কর্মসূচির সফল প্রচারণার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ঢাকা শহরকে ভিক্ষুকমুক্ত করার এবং নিকট ভবিষ্যতে ভিক্ষাবৃত্তি পেশা সমাজ হতে দূরীভূত করা সম্ভব হবে।

১৩.০ সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

১৩.১ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি মূলত একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অধিদফতর ও মাঠ পযায়ের্র সকল শ্রেণির কর্মকতাগনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে পেশাগত কাজের মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাই একাডেমির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।
- ১৯৮৪ সালে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদফরের ১১,২০৫ জন কর্মকর্তাকে একাডেমিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮,৭৪০ জন পুরূষ ও ২,৪৬৫ জন মহিলা কর্মকর্তা রয়েছে।
- জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ০৬ টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। কোর্সসমূহ হচ্ছে- (১) নবনিযুক্ত ইউনিয়ন সমাজকর্মীদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স, (২) Computer Application in office Management-২টি, (৩) Refresher's course on Computer Application in office Management ২টি, (৪) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণকোর্স (৩৭তম) ১টি।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৮৪ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে ২৪৯ জন পুরুষ এবং ১৩৫ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী রয়েছেন ।
- প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদন ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান লাভের বিষয়টি মাথায় রেখে তাদের জন্য ফিল্ড ভিজিট এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- উল্লেখ্য, সরকারের প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে কর্মকর্তাদের ১০০ ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- বর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সম্পর্কিত সরকারি নির্দেশনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধি নিরীক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর সংশ্লিষ্ট সন্মানিত রিসোর্স পার্সনদের মাধ্যমে ক্লাশসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে ।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ৬ বিভাগে ৬টি (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মূলত পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। অধিদফতর ও মাঠ পর্যায়ের সকল শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে

পেশাগত কাজের মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

- ✓ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩২ টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। কোর্সসমূহ হচ্ছে - (১) কেস ব্যবস্থাপনা ও শিশুর মনোনামাজিক সুরক্ষা - ৩ টি, (২) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন - ৬ টি, (৩) Orientation Course on Internet Browsing and E-mail - ১ টি, (৪) Digital Office Management Course on Computer Application - ৮ টি, (৫) পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কোর্স- ৪ টি, (৬) শহর/পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা কোর্স- ৫ টি, (৭) দফতর/অফিস ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক ও আর্থিক বিধি-বিধান - ৩ টি, (৮) নবনিযুক্ত ইউনিয়ন সমাজকর্মীদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স - ২ টি।
- ✓ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সমাজসেবা অধিদফতর এর মাধ্যমে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ৩২ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৮৮৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোর্সে ২৪০ জন মহিলা কর্মচারী এবং ৬৪৩ জন পুরুষ কর্মচারী অংশগ্রহণ করে।

১৪.০ সমাজসেবা অধিদফরের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের বিবরণ

সমাজসেবা অধিদফরের প্রাতিষ্ঠান অধিশাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধিশাখা। পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নিয়ন্ত্রণাধীন এ অধিশাখার মাধ্যমে এতিম, অসহায় ও পরিত্যক্ত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক অবক্ষয়রোধ, শিশু-কিশোর কল্যাণ বিষয়ক ও সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের তথ্য ও ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলো:

১৪.১ শিশু-কিশোর কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার হলো শিশু-কিশোর কল্যাণ। সমাজসেবা অধিদফতর শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ, এতিম, দুস্থ, ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য শিশু অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানবাধিকার ও শিশু অধিকারের ভিত্তিতে শিশুদের উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিপালন করাই এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

সমাজসেবা অধিদফতর দেশের এতিম, দুস্থ শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, ভবঘুরে ইত্যাদি সকলের সুষম বিকাশ, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় ও ভরণপোষণের মাধ্যমে সকলকে সৃজনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে সমাজসেবা অধিদফতর বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

১৪.২ সরকারি শিশু পরিবার

পিতৃহীন অথবা মাতৃ-পিতৃহীন শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ-ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টিসহ উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ১০,৩০০

জন এতিম শিশুর ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৮৫ জনকে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। যার মধ্যে ৭ জনকে যৌতুকমুক্ত বিবাহ দেয়া হয়েছে, ২০ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি এবং ৪৭১ জনকে সামাজিক ও অন্যান্যভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৪.৩ ছোটমণি নিবাস (বেবী হোম)

মাতৃ-পিতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষা প্রদানের জন্য সারাদেশে ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ৬০০ জন শিশুকে লালন-পালন, নিরাপত্তা ও শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩টি ছোটমণি নিবাস ছিল। গত ৪ বছরে বরিশাল, খুলনা ও সিলেটে নতুন ৩টি ছোটমণি নিবাস চালু করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে সর্বমোট ৫১ জন পরিত্যক্ত শিশু উপকৃত হয়েছে।

১৪.৪ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতে মাতৃস্নেহে পালন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, খেলাধূলার ব্যবস্থা ইত্যাদি করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। ঢাকার আজিমপুরে কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ কেন্দ্রের আসন সংখ্যা ৫০ জন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে মোট ১৪ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৪.৫ দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

৬-১৮ বছর বয়সের দুস্থ শিশুদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ী, চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় ৩টি প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। প্রথমোক্ত ২টি ছেলেদের জন্য ও তৃতীয়টি মেয়েদের জন্য নির্ধারিত। এই ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা-৭৫০ (বালক-৪৫০+বালিকা-৩০০) জন। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ সকল কেন্দ্র হতে ৪৬৩ জন শিশুকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৪.৬ কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র

পারিবারিক অশান্তি, কঠোর শাসন অথবা অত্যাধিক স্নেহ, মাতার-পিতার অবহেলা, সঙ্গদোষ, বিবাহ- বিচ্ছেদ, গঠনমূলক বিনোদনের অভাব, আধুনিক শিক্ষার অভাব এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতার কারণে দেশে বিপুল সংখ্যক কিশোর-কিশোরী অপরাধীতে পরিণত হয়। মাতা-পিতার অবাধ্যগত এ সকল সন্তানকে এ কেন্দ্রের মাধ্যমে সংশোধন করা হচ্ছে। ১৯৭৮ সালে প্রথমে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ১টি ও পরবর্তীতে যশোর জেলার পুলেরহাটে ও কোণাবাড়ী, গাজীপুরে ২টি সহ মোট ৩টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে কিশোরদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং বর্তমানে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কিশোরীরা বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এ সকল কিশোরীদের সংশোধনের জন্য গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ীতে একটি কিশোরী উন্নয়নকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০০ জন। নিবাসিদের শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। মাতা-পিতার অবাধ্যগত কিশোরীদের সংশোধন করা হচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি কিশোর আদালত রয়েছে এবং এ আদালতে 'শিশু আইন ২০১৩' প্রয়োগ

করে কিশোর/কিশোরীদের বিচার কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩টি কেন্দ্রে অভিভাবক কেসে মুক্তির সংখ্যা ১৪ জন, পুলিশবাদী কেসে মুক্তিপ্রাপ্তির সংখ্যা ১,৭২১ জন।

১৪.৭ উপর্যুক্ত কেন্দ্রসমূহের একনজরের তথ্যচিত্র

ক্রমিক	কর্মসূচির নাম	ইউনিট সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যা	মোট পুনর্বাসন সংখ্যা	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে পুনর্বাসনের সংখ্যা
১.	সরকারি শিশু পরিবার/শিশু সদন	৮৫ (ছেলে- ৪৩ টি, মেয়ে-৪১ টি এবং ১ টি মিশ্র)	১০,৩০০	৫৪,৯৬৪ জন	৩৮৫ জন
২.	ছোটমণি নিবাস (০ হতে ৭ বছর)	৬ বিভাগে ৬টি	৫২৫	১,১৪০ জন	৫১ জন
৩.	দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র (ঢাকার আজিমপুরে)	১টি	৫০	৮,২৮২ জন	১৪ জন
৪.	দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৩	৭৫০	৪,৫৬১ জন	৪৬৩ জন
৫.	কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র	৩টি (১ টি মেয়েদের)	৫০০	২০,৯১৫ জন	১,৭২১ জন

১৫.০ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতর সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন কারণে পথভ্রষ্ট, অনৈতিক এবং অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত মেয়েদের অনাকাঙ্ক্ষিত পেশা হতে উদ্ধার করে তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন, মাতৃ-পিতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের নিমিত্ত সরকারি শিশু পরিবার এবং মহিলা ও শিশু-কিশোর হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম) কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও প্রবেশনে মুক্তিপ্রাপ্তদের জন্য রয়েছে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস।

১৫.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় দেশে ৬ (ছয়) টি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রগুলি মূলত ভবঘুরে আইন ১৯৪৩ বাতিল করে নতুনভাবে প্রণীত "ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন-২০১১ এর আওতায় পরিচালিত হয়ে আসছে। এই আইনের আওতায় ভবঘুরেদেরকে আটকপূর্বক বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়ে থাকে। আটক অবস্থায় নিবাসীদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অভিভাবকের নিকট ১৮২ জন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ১০ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৫.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

পথভ্রষ্ট, অনৈতিক ও অসামাজিক পেশায় নিয়োজিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ৬ বিভাগে ৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেক নিবাসীর জন্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, প্রভৃতি সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিবাসীদের কর্মসংস্থান ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৯৩ জনকে মুক্তি/অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

১৫.৩ মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম)

থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের পৃথকভাবে আবাসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নির্মিত বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি হোমে ৫০ জন হেফাজতীর নিরাপদে থাকার সুযোগ রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে আসন সংখ্যা মোট ৩০০টি। এ ছাড়াও

ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রটি নিরাপদ আবাসনকেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিবাসীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ সকল কেন্দ্র হতে ৬২৬ জনকে মুক্তি/অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

১৫.৪ উপর্যুক্ত কার্যক্রমসমূহের একনজরের তথ্যচিত্র

ক্রমিক	কর্মসূচির নাম	ইউনিট সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যা	মোট পুনর্বাসন সংখ্যা	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে পুনর্বাসনের সংখ্যা
১.	সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র	৬	১,৯০০	৫১,৫৫৭ জন	১৮২ জন
২.	সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৬	৬০০	১,০০১ জন	৯৩ জন
৩.	মহিলা ও শিশু-কিশোর হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম)	৬ বিভাগে ৬টি	৩০০	৭,৯৫৪ জন	৬২৫ জন

১৬.০ প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়ন এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির মধ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম, ১টি জাতীয় অন্ধ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৫টি অন্ধ বিদ্যালয়, ১টি মানসিক শিশুদের প্রতিষ্ঠান, ৭টি মুক বধির বিদ্যালয়, ১টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন গ্রামীণ উপকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

১৬.১ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম জেলার রাউফাবাদে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

১৬.২ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

১৯৬২ সালে বিভাগীয় শহরে ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রের আওতায় অন্ধ বিদ্যালয় ও ৪টি মুক-বধির বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ১৯৬৫ সালে ফরিদপুরে ১টি ও চাঁদপুরে ১টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এবং ১৯৮১ সালে বরিশালে ১টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয় ও সিলেটে ১টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫১০ জন। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৬১ জন নিবাসীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

১৬.৩ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের চাক্ষুস্মান শিক্ষার্থীদের সাথে সমন্বিতভাবে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ৬৪ জেলা শহরে ৬৪টি সাধারণ স্কুলে সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এ কার্যক্রমের অধীনে এস.এস.সি পাশ করেছে এবং তারা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে।

১৬.৪ জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

বয়স্ক অন্ধদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০

জন। নিবাসীদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্বাসনে সহায়তা করা হচ্ছে।

১৬.৫ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

১৯৭৮ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৪,০০০ টাকা হারে পুনর্বাসন অনুদান প্রদান করা হয়। কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫ জন। এ প্রতিষ্ঠানের বধিরদের বধিরতা পরীক্ষা করে শ্রবণশক্তি বৃদ্ধির যন্ত্র দেয়া হয় এবং শ্রবণযন্ত্র কানে সংযোজনের জন্য কানের মোল্ড তৈরি করা হয়।

১৬.৬ এ সকল কার্যক্রমের এক নজরে তথ্যচিত্র

ক্রমিক	কর্মসূচির নাম	ইউনিট সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যা	মোট পুনর্বাসন সংখ্যা
১.	মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান	১ টি (চট্টগ্রামের রৌফাবাদে)	১০০	১০৯ জন
২.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়	৫	২৪০	২৫৯৭ জন
৩.	শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়	৭	২৭০	৫৪২০ জন
৪.	সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা কার্যক্রম	৬৪ জেলায় ৬৪ টি	৬৪০	১১৩২ জন
৫.	জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	১টি	৮৫	৭১৭ জন
৬.	শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	২টি	১১৫টি	২১৫৩ জন

এ ছাড়া কেন্দ্র সংলগ্ন মৈত্রী শিল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নতমানের প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরি ও বাজারজাত করা হচ্ছে। মৈত্রী শিল্পে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মিনারেল ওয়াটার 'মুক্তা' বাজারজাত করা হচ্ছে।

ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেইল বই উৎপাদন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া বাগেরহাট জেলা ফকিরহাটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পল্লী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

১৭.০ বেসরকারি এতিমখানা

বেসরকারি এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার দীর্ঘদিন যাবত অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান নীতিমালায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০(দশ) জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট দেয়ার সুযোগ বিদ্যমান। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩,৩১৯টি বেসরকারি এতিমখানায় ৫৯,৬২৯ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য ৭১ কোটি ৪০ লক্ষ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করা হয়েছে ।

১৮.০ সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন শিশু বিষয়ক প্রকল্পসমূহ

১৮.১ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য কর্মসূচির বিবরণ

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প

প্রটেকশন অব চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (পিকার) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) চিহ্নিত ২০টি জেলা যথাক্রমে নিলফামারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালি, ভোলা, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং কক্সবাজার জেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১২ থেকে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য

২০১৬ সালের মধ্যে নির্বাচিত ২০টি জেলার নারী, শিশু ও যুবসম্প্রদায় কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নীতিসমূহের দাবি এবং উন্নত সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে নির্যাতন, অবহেলা, শোষণ ও পাচার বিলোপ সাধনে সক্ষম হবে।

প্রকল্পের স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্য

- দরিদ্র এবং নির্যাতিত পরিবারের নারী, শিশু ও যুবসম্প্রদায় এর সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমে প্রবেশাধিকারে উন্নতি সাধনের মাধ্যমে নির্যাতন, সহিংসতা এবং শোষণের প্রকোপ কমিয়ে আনা ;
- শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনী কাঠামো এবং বিশেষ শিশু নীতি থেকে সকল শিশু বিশেষ করে দুস্থ শিশু (পথশিশু, চা-বাগানের শ্রমিকদের শিশু, বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত শিশু) উপকৃত হবে ;
- প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণ প্রতিরোধে ইতিবাচক ও সহায়ক সামাজিক আদর্শের অনুশীলন, উন্নয়ন ও দৃঢ়ীকরণ করা।

প্রকল্পের প্রধান কর্মসূচিসমূহ

পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা ও পরিবারে পুনঃএকীকরণ

এ প্রকল্পের আওতায় পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **Drop In Center (DIC), Emergency Night Shelter (ENS), Child Friendly Space (CFS)** এবং **Open Air School (OAS)** কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকা, চট্রগ্রাম ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১২ সালের মধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,৪৫০ জন পথশিশুকে সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হবে।

Drop In Centre (DIC)

ছয়টি ড্রপ ইন সেন্টারের মাধ্যমে পথশিশুদের চিহ্নিতকরণ, নিরাপদ আশ্রয়, খাবার, স্বাস্থ্য, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বিনোদন, মনোসামাজিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান এবং পরিবার বা সমাজে পুনঃএকীকরণ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

Emergency Night Shelter (ENS)

শহরের কর্মব্যস্ত পথশিশুদের রাত্রিকালীন থাকা-খাওয়াসহ নিরাপদ আশ্রয়, ব্যক্তিগত সম্পদের সুরক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনটি বিভাগে প্রকল্পের আওতায় তিনটি এবং পার্টনার এনজিওর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দু'টি মোট পাঁচটি 'ইমারজেন্সী

নাইট শেল্টার' স্থাপন করা হয়েছে। Referral ও Networking এর মাধ্যমে বিদ্যমান সামাজিক সেবাসমূহে পথশিশুদের প্রবেশাধিকার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ENS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Child Friendly Space (CFS)

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে ২০ টি চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্পেস (CFS) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। CFS -এর মাধ্যমে দুস্থ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চিত্তবিনোদন, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন দক্ষতা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও মনোসামাজিক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি শিশুশ্রম প্রতিরোধে এবং মূলধারার শিক্ষায় পথশিশুসহ অসহায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে CFS গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

Open Air School (OAS)

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান এবং মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে পথশিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি OAS পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানে 'বিকল্প পরিচর্যার' মান উন্নয়ন

এ প্রকল্পের মাধ্যমে নয়টি প্রতিষ্ঠানে পাইলট কর্মসূচি পরিচালনা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র-যশোর, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র-টঙ্গী, কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র-কোনাবাড়ি, শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র-টুংগীপাড়া, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) ভোলা, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) কক্সবাজার, মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, চট্রগাম, মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, সিলেট ও মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, বরিশাল। পাইলট কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার জন্য উপযুক্ত শিশুদের নির্বাচন, Minimum Standard of Care অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের শিশুদের সেবার মান উন্নয়ন, প্রতিটি শিশুর জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ, শিশুদের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপযুক্ত শিশুদের পরিবারে অথবা সমাজে পুনঃএকীকরণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সোস্যাল সেন্টার এবং চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮

বিপদাপন্ন দুস্থ ও অসহায় শিশুদের জন্য পুরাতন ঢাকা'র আটটি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে সহযোগী সংগঠন কর্তৃক Child Helpline কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)** কর্তৃক টোল ফ্রি নম্বর '১০৯৮' সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত নম্বরের মাধ্যমে টেলিফোনে বিনা খরচে তথ্য প্রদান, মনোসামাজিক সেবা এবং বিপদাপন্ন শিশুদের তাৎক্ষণিক উদ্ধার ও নিরাপদ আশ্রয়ে রাখাসহ Referral Networking এর মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সোস্যাল সেন্টারের মাধ্যমে শিশু অধিকার বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংবেদনশীল করা বিশেষকরে শিশুশ্রম নিরসন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশুদের প্রতি শারীরিক শাস্তি প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৬ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে Child Helpline কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে এবং ৬০,০০০ শিশুকে এ কার্যক্রমের আওতায় সেবা প্রদান করা হবে।

১. চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং দুস্থ শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রধান করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'চাইল্ড প্রটেকশন

নেটওয়ার্ক' কমিটি গঠনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে শিশুদের সাথে পরিচালিত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি দরিদ্র এবং নির্যাতিত পরিবারের নারী, শিশু ও যুবদের সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ২৫০ টি Community Based Child Protection Committee (CBCPC) গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এতিম, দুঃস্থ ও অসহায় শিশু চিহ্নিতকরণ, বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা সেবাসমূহে তাঁদের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ এবং শিশু অধিকার বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংবেদনশীলতা তৈরিতে CBCPC গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চাইল্ড প্রোটেকশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ভোলা, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), কক্সবাজার, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর, মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, সিলেট এবং সহযোগী সংস্থার একটি ড্রপ ইন সেন্টারে পরীক্ষামূলকভাবে কেস ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়েছে। পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কেস ম্যানজমেন্ট ডাটাবেজের আওতায় আনা হবে। এতে করে শিশুদের সাথে পরিচালিত কার্যক্রমের আন্তঃসমন্বয় ও যথাযথ পরিবী ক্ষণ করা সম্ভব হবে যা সামগ্রিক অর্থে শিশুর অধিকার উন্নয়নে ও সামাজিক সুরক্ষা সেবা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

Basic Social Service Training (BSST) এবং Professional Social Service Training (PSST) : শিশুদের সাথে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প এলাকার সরকারি ও বেসরকারি সমাজকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই সপ্তাহের Basic Social Service Training (BSST) এবং চার সপ্তাহের Professional Social Service Training (PSST) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১২ সালের মধ্যে ৮৫০ জন সমাজকর্মীকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

Management Social Service Training (MSST) : জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক ও এনজিও ব্যবস্থাপকসহ ১০০ জনকে Management Social Service Training (MSST) প্রদান করা হবে। Management Social Service Training (MSST) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০ জনের একটি 'মাষ্টার ট্রেইনার' দল তৈরি করা হবে।

Case Management Database Training : যথাযথভাবে কেস ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের Case Management Database বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ডিসেম্বর ২০১৬ সালের মধ্যে ২০০ জনকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

এতিম ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

'আমাদের শিশু' মডেল অনুযায়ী United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) চিহ্নিত ২০টি জেলার এতিম, ঝুঁকিপূর্ণ, চা বাগানে কর্মরত শিশু এবং চা-বাগানে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের চিহ্নিত করে ডিসেম্বর ২০১৬ সালের মধ্যে ৬৭০০ শিশুকে 'আর্থিক সহায়তা' প্রদান করা হবে যাতে করে এ সকল শিশুর সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে **হিজড়া জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন** ও **দলিত, বেদে ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন** শীর্ষক ২টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির** আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার মাধ্যমে ৫৬১ জন দরিদ্র রোগীকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- **চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির** আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১.০০ কোটির মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার সদর ও রাজনগর উপজেলার ১৯৪০ জন চা-শ্রমিকের মধ্যে জনপ্রতি ৫০০০ টাকা হারে ৯৭ লক্ষ টাকার খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

১৮.২ সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (সংশোধিত) (স্কার)

সমাজসেবা অধিদফতর ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ২০০৯ সনে সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (স্কার) শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয় ২০১২ সাল থেকে । দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রটেকশন সার্ভিস (আইসিপিএস) সেন্টারের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সেবা প্রদান করা হয়েছে। সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ ।

৭টি বিভাগীয় শহরে স্থাপিত সেন্টারসমূহে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে:

- ঝুঁকিতে থাকা শিশু অর্থাৎ যে সকল শিশুরা নির্যাতন, অবহেলা, শোষণ এবং সহিংসতার শিকার হয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের সুরক্ষাকল্পে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার" প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত ও নিশ্চিতকরণ।
- প্রতিটি সেণ্টারে ছেলেদের জন্য ০১ টি (১০০ জন ছেলে শিশু) ও মেয়েদের জন্য ০১ টি (১০০ জন মেয়ে শিশুর) করে বর্তমানে মোট ১৪ টি ড্রপ-ইন-সেণ্টার আছে।
- সেণ্টারে একটি শিশুকে **অর্নুধ্ব ৬ (ছয়) মাস** সেবা প্রদান করা হয়।
- সেন্টারগুলো দিবাকালীন/ রাত্রিকালীন/সার্বক্ষনিক আশ্রয় সেবা প্রদান করে থাকে।
- সেন্টারে অবস্থানরত শিশুরা খাদ্য, চিকিৎসা, পোশাক, শিক্ষা, মনো-সামাজিক সহায়তা ইত্যাদি সেবা পেয়ে থাকে।
- শিশুদের Hands-off Skill এবং Hands-on Skill প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- Hands-off Skill এ শিশুরা মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগীয় ও মানসিক চাপে টিকে থাকা, কার্যকরী যোগাযোগ, সমঝোতা ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করে।
- Hands-on Skill এ ১৪ বছরের উর্ধ্বের শিশুদেরকে স্থানীয় চাহিদা নিরূপনপূর্বক বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ব্লক, বাটিক, পেইন্ট/ আর্ট (ব্যানার, সাইনবোর্ড), জুতা বানানো, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিক্যাল, নার্সিং (৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিশুদের জন্য) ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে শিশুদের সমাজের মূল ধারার সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ করা হয়।
- এ যাবৎ (জুন ২০১৪ পর্যন্ত) মোট ২৬৯২ জন শিশুকে (১৩৪৭ জন ছেলে ও ১৩৪৫ জন মেয়ে) সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১৬১৯ জন শিশুকে (৪৯৭ জন ছেলে শিশু ও ৭২২ জন মেয়ে শিশু) পুনঃএকীকরণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে (জুন ২০১৪) ৭টি সেন্টারে মোট ৮৫০ জন (৩৭০ জন ছেলে ও ৪৮০ জন মেয়ে) শিশু অবস্থান করছে।
- শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অভিভাবক সভা, কমিউনিটি সভা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধিতা কিংবা অটিজম এর শিকার। ১৯৯৭ সনের ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত দ্বিতীয় দক্ষিণ এশিয় সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে তহবিল গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। ১৬.২.২০০০ তারিখ প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এর মাধ্যমে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রকাশ করা হয়।

ফাউন্ডেশনের সংক্ষিপ্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের সকল ধরণের প্রতিবন্ধী নাগরিকের সমমর্যাদা, অধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ ;
- প্রতিবন্ধিত্বের কারণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা/প্রকাশনা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ। এ লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসবসমূহ উদযাপন করা ;
- প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান ;
- প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত ও শনাক্তকরণপূর্বক বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠান/সমিতি/সংগঠন/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

বিগত ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফাউন্ডেশনকে পুনর্গঠন করে। সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে তখন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গত ২৬ মে ২০০৯ এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া রদ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এখন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিভিন্ন গণমূখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি

২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৪-২০১৫ সময়কালে সারাদেশে সর্বমোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে কেন্দ্রসমূহ প্রতিবন্ধী হাসপাতাল নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এসব কেন্দ্রে ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপি, ক্লিনিক্যাল স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তি এবং অন্যান্য ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি সেবা, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ সেবা এবং বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ হিসেবে কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার,

ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন প্রদান করা হচ্ছে। এ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। ২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

উক্ত কেন্দ্রসমূহে মে ২০১৫ পর্যন্ত অটিজমসহ বিভিন্ন ধরণের নিবন্ধিত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১,২৩,৯৭৬ (পুরুষ: ৬৯৬৭২ জন ও মহিলা: ৫৪৩০৪ জন)।

কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ, আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ মোট **১৭৭২৪ টি** সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

অটিজম ও এনডিডি কর্ণার স্থাপন

প্রতিবছর অটিজম-এ আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। Early Detection, Assessment ও Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে বিগত ০১.১০.২০১৩ তারিখ হতে একটি করে অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী(এনডিডি) কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রে কর্মরত কনসালট্যান্ট ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ও অটিজম-এ প্রশিক্ষিত অপরাপর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অটিজমের সুনির্দিষ্ট পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থেকে অটিজমের শিকার জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করে আসছে।

প্যারেন্টস কমিটি গঠন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ৭৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিটিতে একটি করে প্যারেন্টস কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি অটিস্টিকসহ প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে চাহিদা নিরুপন এবং পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

অটিজম রিসোর্স সেন্টার

ঢাকাস্থ মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ফাউণ্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে যাত্রা শুরু হয় অটিজম রিসোর্স সেন্টারের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২.৪.২০১০ আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত সেন্টারের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি), ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সাইকোলোজিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি, রেফারেল ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ ২০০০ জন অটিজমের শিকার শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে যা অব্যাহত আছে। এছাড়া এ সেন্টারের আওতায় রেজিস্ট্রিকৃত অটিস্টিক শিশুদেরকে নিয়মিত Home Based Interventionও প্রদান করা হচ্ছে। অটিজম রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে অটিজমের শিকার ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শনাক্তকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। অটিজমের শিকার শিশুদের

চাহিদা বা আগ্রহের উপর ভিত্তি করে তাদের জন্য মজার মজার ছবি এবং অনুষ্ঠান বা মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এসব শিশু আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা লাভে সক্ষম হয়ে উঠছে। এছাড়া এ সেন্টারের মাধ্যমে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি, অকুপেশনাল এবং ফিজিক্যাল থেরাপির ব্যবস্থাসহ আক্রান্ত শিশুদের অভ্যাসগত আচার-আচরণ বিশ্লেষণেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ সেন্টারে গবেষণা কার্যক্রম চালু করা হবে।

ফ্রি স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম

অক্টোবর ২০১১ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। এ ছাড়া ঢাকা শহরে লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী এলাকায় স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম নামে আরও ৩টি স্কুল চালু করা হয়েছে। এ নিয়ে ঢাকা শহরে মোট ৪টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু রয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা ছাড়া দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট) করা হয়েছে। এ সব স্কুলে মোট ১২০ জন অটিস্টিক শিশু লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস

প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আরো ২০টি ভ্রাম্যমাণ থেরাপি ভ্যান সংগ্রহের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল

অনেক কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন যারা কাজ করার সুযোগ পেয়েও শুধু থাকার জায়গার অভাবে ঢাকায় এসে চাকরির সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো ঢাকা মহানগরে অভিগম্যতাসহ ১৮ আসন বিশিষ্ট একটি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ হোস্টেল এবং ১৪ আসন বিশিষ্ট ১টি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী মহিলা হোস্টেল চালু করেছে। এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ২৫০ জন। এছাড়া, উক্ত হোস্টেলে মোঃ আলী নামক একজন অটিস্টিক ব্যক্তিকে 'হোস্টেল বয়' হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সুইড বাংলাদেশ এর ৪৮ টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, বিপিএফ এর ৭টি ইনক্লুসিভ স্কুল ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াসসহ সর্বমোট ৫৬টি বিশেষ স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন

২৬ এপ্রিল ২০১১ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী UNCRPD এর সাথে সঙ্গতি রেখে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' শিরোনামে একটি নতুন আইন গত ৩ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে।

নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন

'নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' শিরোনামে একটি আইন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে।

অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০০৯ সন হতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের মাতা-পিতা ও অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে-'ট্রেনিং ফর দ্য মাদার্স অভ মেন্টালি চ্যালেঞ্জড চিলড্রেন', 'অটিজম সচেতনতা বিষয়ক অভিভাবক প্রশিক্ষণ কোর্স' Behaviour Modification and Picture Exchange Communication System (PECS), Autism and Development Disorder Management, Training on Parents' Role in Managing Children with Autism Spectrum Disorder, 'অটিস্টিক সন্তানদের ব্যবস্থাপনায় বাবা-মায়ের ভূমিকা' ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় এ যাবৎ অটিস্টিক শিশুসহ প্রায় ৩০০০ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের মাতা-পিতা/অভিভাবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা কার্যকরভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

অসহায় সেরিব্রাল পালসি শিশুর লালন পালন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে প্রাথমিক পর্যায়ে সেরিব্রাল পালসি (সিপি) আক্রান্ত শিশুদের লালন-পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

টেলিথেরাপি সার্ভিস প্রবর্তন

কমিউনিটি ভিত্তিক ট্রেইনার সৃজন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে সেবা সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কল্পে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সাইকোলজিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট সমন্বয়ে টেলি থেরাপি, টেলি কাউন্সেলিং ও টেলি প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় রাজধানী ঢাকার মিরপুরে জাতীয় বিশেষশিক্ষা কেন্দ্র নামে একটি কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি, বিশেষশিক্ষা উপকরণ তৈরি ও বিতরণসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করে তোলাই এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। এ কেন্দ্রে রয়েছে বিশেষশিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, হোস্টেল ও রিসোর্স সেকশন। মানসিক, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনটি পৃথক স্কুলসহ রয়েছে তিনটি হোস্টেল। বিশেষশিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ'এ বিএসএড (ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন) কোর্স চালু রয়েছে।

ব্রেইল ভাষায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম মুদ্রণ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পঠনের সুবিধার্থে এ ব্রশিউর'কে ব্রেইল ভাষায় রূপান্তর করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারবেন।

দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কর্মরত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে- Training on therapeutic; children with autism in Intellectually disabled, Low Vision, Foundation on Disability Issues in Bangladesh, Autism and Developmental disorder; Occupational, Speech and Language therapy, Neurodevelopment, Autism, Audiology and other disability, Training program on Community Based Rehabilitation (CBR) role out in Bangladesh, Training on low Vision Management, Training on therapeutic; children with autism in Intellectually disabled, Audiometric, Training on therapeutic; children with autism in Intellectually disabled, Training on therapeutic; children with autism in Intellectually disabled. উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম

সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট প্রায় ১০ কোটি ১২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা অনুদান ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বিতরণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ, শিক্ষা, আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়ে থাকে। **উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১০০০০০ লক্ষ।**

জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুরে একটি প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের ডিপিপিতে অটিস্টিকসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। ২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর সারাদেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ সম্পন্ন করছে। এর মাধ্যমে অটিজমসহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রাভেদে সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা হবে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বেই জরিপকারীদেরকে অটিজম ও অন্যান্য নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই এ কাজ সম্পন্ন হবে।

প্রকাশনা কার্যক্রম

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০১৩ মাস থেকে 'আমরা করবো জয়' শিরোনামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। পত্রিকাটিতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের আঁকা ছবিসহ তাদের সম্পর্কে সমাজের গুনীজনদের লেখা গল্প, ছড়া, কবিতা নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মাসিক এ পত্রিকাটি ইতোমধ্যে পাঠক ও সুধী সমাজের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

গনসচেতনতা

গ্লোবাল অটিজম বাংলাদেশ এর সহায়তায় মুদ্রিত নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা সম্বলিত পোস্টার এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তৈরিকৃত বুকলেট দেশের ১০৩টি স্থানে বাস্তবায়িত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে লাগানো হয়েছে এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মক্রম সম্পর্কিত বিলবোর্ডও স্থাপন করা হবে। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সেবা প্রদান সম্বলিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একাধিক প্রামাণ্যচিত্রও তৈরি করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- ❖ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য সাভার থানাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর খাস জমির উপর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র, ফুটবল ও ক্রিকেট ফিল্ড, বিনোদন জোন, সুইমিংপুল, মাল্টিপারপাস জিমনেসিয়াম, মসজিদ, আবাসিক কোয়ার্টার, গেস্ট হাউজ, হোস্টেল ইত্যাদি সুবিধা সম্বলিত ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ ;

- ❖ অটিস্টিকসহ পরিবারহীন নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য দেশব্যাপী পর্যায়ক্রমে ফস্টার ফ্যামিলি সার্ভিস প্রবর্তন ;

- ❖ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে অটিস্টিক শিশুদের জন্য ১০ আসন বিশিষ্ট অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালুকরণ ;

- ❖ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র বর্তমানে সকল উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ ;

- ❖ প্রতিটি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি করে টয় লাইব্রেরী স্থাপন ;

- ❖ অটিস্টিক সন্তানদের মাতা-পিতা ও কেয়ার গিভারদের নিয়ে দল গঠনপূর্বক শহর ও গ্রামাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে কমিউনিটি সার্ভিস প্রবর্তন ;

- ❖ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ইলেকট্রনিক ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রামাণ্যচিত্র/নাটক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ;

- ❖ প্রতিটি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের সমাজভিত্তিক সেবা প্রদানের নিমিত্ত ই-থেরাপি, ই-ট্রেনিং এবং ই-কাউন্সেলিং চালুকরণ। ইতোমধ্যে উক্ত সেবা প্রদানের নিমিত্ত ১ম পর্যায়ে ৪০টি মাল্টিমিডিয়া সেট ক্রয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ;

- ❖ জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ স্কুলসমূহের জন্য প্রমীত পাঠ্যক্রম ও একটি জাতীয় আইইপি প্রণয়ন।

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) এর কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ভূমিকা

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বাংলাদেশ সফরকালে এ দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির কল্যাণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশেষত এতিম ও অসহায় শিশুদের প্রতি মহামান্য সুলতানের গভীর সহানুভুতি ও প্রগাঢ় মমত্ববোধের নিদর্শন স্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের বহিঃসম্পদ বিভাগ ও আবুধাবী তহবিলের প্রতিনিধির সাথে ২২ জুন ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ একটি সম্মত কার্যবিবরণী (Agreed Minutes) স্বাক্ষরের মাধ্যমে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) গঠিত হয়। চুক্তিপত্র অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মিরপুর, ঢাকায় ২.৭০ একর জায়গায় মহামান্য সুলতানের অনুদানে ১৯৮৭ সালে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার নির্মাণ করা হয়।

পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে লালমনিরহাট জেলা সদরে ৫ (পাঁচ) একর জায়গায় আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, বনানী, ঢাকাস্থ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউতে রাজউক কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় ১.২৩ একর জমির উপর বাংলাদেশ ইউ, এ,ই মৈত্রী কমপ্লেক্সে ৫৯ টি দোকান সম্বলিত ১টি শপিং কমপ্লেক্স এবং ১৮টি ফ্ল্যাট সম্বলিত ১টি হাউজিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়, যার আয় দ্বারা বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে অসহায় ও এতিম শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টিপূর্বক উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করা ;
২. ট্রাস্টের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;
৩. ঢাকার মিরপুর এবং লালমনিরহাট এ স্থাপিত দু'টি শিশু পরিবার ট্রাস্টের আর্থিক সহায়তায় পরিচালনা করা ;
৪. শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, খেলাধুলা, উপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ, পাঠাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

ব্যবস্থাপনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গত ২২.০৮.২০১৩ তারিখের সকম/কর্ম-শা/আল-নাহিয়ান-৮/২০০৩-১০৭ সংখ্যক স্মারকের আলোকে গঠিত নিম্নরূপ ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা বর্তমানে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) পরিচালিত হচ্ছে।

ক্রমিক	নাম ও ঠিকানা	পদবি
১.	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, বাংলাদেশ	চেয়ারম্যান
২.	মহাপরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেয়ারিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবি, ইউএই	কো-চেয়ারম্যান
৩.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	ভাইস-চেয়ারম্যান
৪.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব (মধ্যপ্রাচ্য), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব (প্রঃ), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
৭.	মহাপরিচালক(পশ্চিম এশিয়া), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
৮.	ইউএই মিশন প্রধান, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেয়ারিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবি, ইউএই	সদস্য
১০.	যুগ্মসচিব(প্রশাসন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
১১.	প্রফেসর ড. আবু রেজা মোঃ নেজামুদ্দিন নদভী, চেয়ারম্যান, আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, নদভী প্যালেস(২য় তলা), রূপালী আবাসিক এলাকা, বাস টার্মিনাল লিংক রোড, বহদ্দারহাট,	সদস্য

	চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	
১২.	নির্বাহী পরিচালক, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্যসচিব

ট্রাস্টের কার্যক্রম আরম্ভ

ক. শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) ২২.০৬.১৯৮৪ তারিখ চালু করা হয়।
খ. আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ১১.০৭.১৯৮৭ তারিখ চালু করা হয়।
গ. আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট ১৫.০১.১৯৯৩ তারিখ চালু করা হয়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ট্রাস্টের আয় বিবরণী

ক্রমিক	ফ্ল্যাট ও দোকানের বিবরণ	ফ্ল্যাট ও দোকান (সংখ্যা)	ফ্ল্যাট ও দোকানের মাসিক ভাড়ার হার (টাকা)	মাসিক মোট ভাড়া (টাকা)	বার্ষিক মোট ভাড়া (টাকা)
১.	৩ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট প্রতিটি ১৭৯০ বর্গফুট	১২			
২.	২ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট প্রতিটি ১৫৯০ বর্গফুট	৬			
৩.	শপিং কমপ্লেক্স	৫৯			
সর্বমোট					

ট্রাস্টের কার্যক্রম

- ট্রাস্টের ভাড়ার সীমিত আয় দিয়ে মিরপুর আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ২০০ জন এবং লালমনিরহাট আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ২০০ জন মোট ৪০০ জন এতিম ও অনাথ শিশুকে প্রতিপালন করা হয়।
- উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটের শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা হচ্ছে।
- ট্রাস্ট ও শিশু পরিবারের পরিবেশ মনোরম ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে সদনে পর্যাপ্ত বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছ লাগানো এবং এসব গাছপালা রক্ষাবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় বনানী, ঢাকায় ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- নিবাসী মেয়েদের ইউসেফ প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।
- কারিগরি প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পে এতিম শিশুদের সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- আসন শূন্য সাপেক্ষে শিশু পরিবারদ্বয়ে ৫-৮ বছর বয়সের অনাথ ও এতিম শিশুদের ভর্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- নারী ও শিশু পাচার রোধে আত্মরক্ষার কৌশল সম্পর্কে ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

শিশু পরিবার পরিচিতি

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা

ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর সেকশন-২, ঢাকায় সরকার প্রদত্ত ২.৭০ একর জায়গায় অবস্থিত। শিশু পরিবার কমপ্লেক্সে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও রয়েছে। শিশু পরিবার এবং উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্য নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে দু'টি স্থানীয় কমিটি রয়েছে। উভয় কমিটির সার্বিক কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ) তত্বাবধান করে থাকে।

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক	নাম ও ঠিকানা	পদবি
১.	নির্বাহী পরিচালক, আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ), ঢাকা	সভাপতি
২.	উপসচিব(প্রশাসন-৫), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৩.	খণ্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
৪.	উপতত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্যসচিব

আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক	নাম ও ঠিকানা	পদবি
১.	নির্বাহী পরিচালক, আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট(বাংলাদেশ), ঢাকা	সভাপতি
২.	উপতত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
৩.	খণ্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
৪.	শিক্ষক প্রতিনিধি	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
৫.	শিক্ষক প্রতিনিধি	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
৬.	ইঞ্জিনিয়ার গিয়াস উদ্দিন, ক্রিসেন্ট হোমস, মিরপুর, ঢাকা	অভিভাবক সদস্য
৭.	বেগম তাহমিনা জাকারিয়া, জনতা হাউসিং, মিরপুর, ঢাকা	ঐ
৮.	অভিভাবক সদস্য	ঐ
৯.	শিশু মাতা	ঐ
১০.	জনাব এ এইচ এম আকবাল হোসেন খান, ১/১৬ ক্রিসেন্ট হোমস, মিরপুর-১, ঢাকা	বিদ্যালয়ের শিক্ষানুরাগী সদস্য
১১.	প্রধান শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা	সদস্যসচিব

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট

ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট জেলা সদরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫ একর জায়গার উপর অবস্থিত। শিশু পরিবারটি জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাটের সভাপতিত্বে নিম্নরূপ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে থাকে।

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট এর ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক	নাম ও ঠিকানা	পদবি
১.	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক), লালমনিরহাট	সদস্য
৩.	পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট	সদস্য

৪.	সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট	সদস্য
৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, লালমনিরহাট	সদস্য
৬.	অধ্যক্ষ, মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট	সদস্য
৭.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, লালমনিরহাট	সদস্য
৮.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	সদস্য
৯.	উপতত্ত্বাবধায়ক, লালমনিরহাট	সদস্যসচিব

সরকারি অনুদান/ বরাদ্দ

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট এর নিবাসীদের অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে ৩৪০ জন নিবাসীর জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে মোট ৪০,৮০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ আশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ..... জন নিবাসীর জন্য উক্ত বরাদ্দের পরিমান ছিল ..... টাকা। তাছাড়া, আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মিরপুর ও লালমনিরহাট শিশু পরিবারের পুরাতন ভবন সংস্কার এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ৫(পাঁচ) কোটি টাকা মন্ত্রণালয়য়ের বরাদ্দ হতে প্রদান করা হয়েছে। তারমধ্যে ৬০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করে শিশু পরিবারড্বয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু প্রক্রিয়াগত জটিলতার জন্য সংস্কার কাজের অর্থ পরবর্তী অর্থবছরে ব্যয়ের সম্মতি মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ

কার্যালয় প্রধান	ঠিকানা
কে বি এম ওমর ফারুক চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক ফোন: অফিস ৯৮৮৩২০২, ৯৮৮২২২৬৮ বাসা ৯৩৩৬৭৬৭, ৯৩৪৭৯৭৯ ফ্যাক্স: ৯৮৮৩২০২ মোবাইল: ০১৭১২০৬৪৮৬০, ০১৬১২০৬৪৮৬০	শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বনানী, ইউএই মৈত্রী কমপ্লেক্স, সড়ক #১৭, ব্লক # সি বাড়ি #২, ঢাকা-১২১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন

ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। সামাজিক সমস্যা নিরসনে ও সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও সংগঠনকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি রেজল্যুশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে একই উদ্দেশ্যে পুনরায় রেজল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' গঠিত হয়। পরবর্তীতে এ রেজ্যুলেশন কয়েকবার পরিবর্তিত হয়ে সর্বশেষ ২৫ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে সংশোধিত রেজল্যুশনের মাধ্যমে বর্তমান পরিষদ পরিচালিত হচ্ছে। তবে বর্তমানে পরিষদ আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৮৫ জন (২জন কো-অপ্ট সদস্যসহ)। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন) যথাক্রমে পরিষদের সহসভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ। পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে, যার সভাপতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব। পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করেন পরিষদের নির্বাহী সচিব। পরিষদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলায় 'জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ' এবং'উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ' রয়েছে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি জেলা প্রশাসক ও সদস্যসচিব, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদস্যসচিব উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। মাঠ পর্যায়ে পরিষদের নিজস্ব কোন অফিস ও জনবল নেই। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন জেলা ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিষদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি, সেবা ও সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
২. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সমাজকর্মীকে সার্বিক সহায়তা প্রদান; এবং
৩. স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।

কার্যাবলী

১. বেসরকারি খাতে সমাজের কল্যাণে কাজ করছে এমন সংগঠন বা ব্যক্তি বিশেষকে সর্ব প্রকার সাহায্য, সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ,উৎসাহ ইত্যাদি প্রদান ;
২. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা,উৎসাহ প্রদান এবং সংগঠন সৃজন ;
৩. সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সামজকল্যাণ সংক্রান্ত কর্মসূচির উন্নয়নের জন্য পরামর্শমূলক কাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন ;
৪. শহর ও গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান ;
৫. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা জরিপ এবং এই জরিপের তথ্যাদি সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ ;
৬. সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ;

৭. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সহায়ক অনুদানের জন্য জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও
পরিচালনা;

৮. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্তভাবে সহায়তা করা :

(ক) সহায়ক অনুদান কর্মসূচি ;

(খ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন র্কসূচির জন্য পরামর্শমূলক কাজের
মাধ্যেমে অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান ;

৯. সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রকল্প প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারনে সরকারকে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ;

১০. বর্তমান গ্রাম ও নগরের সমাজিক প্রয়োজনীয়তার আলোকে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য
সরকারি ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত নতুন কর্মসূচি গ্রহণ, বিস্তার ও পরিবর্তনে সরকারকে পরামর্শ ও
সহায়তা প্রদান ;

১১. সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের সাথে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধনেও সহায়তা প্রদান ;

১২. সমাজকল্যাণ কর্মসূচি ও সম্পদের উন্নয়ন বিষয়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সমাজকল্যাণ পরিষদসমূহকে সহায়তা প্রদান ;

১৩. সমাজকল্যাণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক পরিষদ এবং অন্যান্য জাতীয় পরিষদের সাথে সমাজকল্যাণ পরিষদের সংযোগ রক্ষা এবং দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন র্কমসূচি ও কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ;

১৪. সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৫. সরকারের অনুমোদনক্রমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক অন্য যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ; এবং

১৬. পরিষদের সকল আয়-ব্যয় অনুমোদন।

পরিষদ ও নির্বাহী কমিটি

পরিষদের গঠন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ৮৫ জন (কো-অপ্ট সদস্যসহ) সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। ৮৫ জনের মধ্যে ৪ জন অফিস বেয়ারার, ১১জন পদস্থ কর্মকর্তা (সদস্য-পদাধিকারবলে) এবং অবশিষ্ট ৭০ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি।

(ক) পরিষদের অফিস বেয়ারার

১। মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়- **সভাপতি**
২। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়- **সহসভাপতি**
৩। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়- **কোষাধ্যক্ষ**
৪। নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ- **সদস্যসচিব**

(খ) সদস্য (পদাধিকারবলে): ১১জন

(গ) মনোনীত সদস্য : ৫০জন

১। ঢাকা বিভাগ-১৩জন ২। চট্রগ্রাম বিভাগ-০৮জন ৩। রাজশাহী বিভাগ-০৬জন ৪। রংপুর বিভাগ-০৭জন ৫। খুলনা বিভাগ-০৮জন ৬। বরিশাল বিভাগ-০৪জন এবং ৭। সিলেট বিভাগ-০৪জন।

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রত্যেক বিভাগ হতে একজন মহিলা সমাজকর্মী = ০৭জন

(ঙ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ১৩(তের)জন বিশিষ্ট সদস্য

- পরিষদ বছরে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে। পরিষদেও মেয়াদ ২(দুই বছর)।

পরিষদের নির্বাহী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং পরিষদকে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে। কমিটির সভাপতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব। নির্বাহী সচিব এ কমিটির সদস্য-সচিব।

- নির্বাহী কমিটি বছরে কমপক্ষে দু'বার সভায় মিলিত হবে। নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ২(দুই) বছর।

নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী

১. পরিষদের সিদ্ধান্ত পালন ও বাস্তবায়ন;
২. পরিষদের আওতাধীন সকল বিষয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিষদকে পরামর্শ প্রদান;
৩. পরিষদের কর্মসূচি ও নীতিমালা মূল্যায়ন এবং পরিষদের কার্যক্ষেত্রের উন্নয়ন সাধন;
৪. পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সাহায্যকারী যে কোন পদক্ষেপের বিষয়ে পরিষদের নিকট সুপারিশ প্রদান;
৫. পরিষদের কাজের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত এরূপ বেতনভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিষদের অনুমতিক্রমে নিয়োগ প্রদান;
৬. পরিষদের স্বার্থ উন্নয়নে সক্ষম এমন অন্য যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
৭. সরকার/পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে সাহায্য করার জন্য দেশের ৬৪ জেলায় জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে। ৬১ টি জেলায় জেলা প্রশাসক এবং ৩টি পার্বত্য জেলায় চেয়ারম্যান, পাবর্ত্য জেলা পরিষদ, জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক সদস্যসচিব। সিভিল সার্জন, সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজকল্যাণ পরিষদের সদস্য, সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপপরিচালক-পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতর, যুব উন্নয়ন অধিদফতর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সমবায় কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী-জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, সিটি কর্পোরেশনের ১জন প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে), জেলা প্রশাসন কর্তৃক মনোনীত ৩জন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ২ জন বিশিষ্ট মহিলা সমাজকর্মী।

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যাবলী

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মেয়াদ ২(দুই) বছর।

- জেলায় স্বেচ্ছাসেবী যে সকল সংগঠন/ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে কাজ করছেন তাঁদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান;
- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/সমিতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যলোচনা, তাদের কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ ;
- জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থা/সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ে পর্যলোচনা ;
- উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং
  সেগুলোর কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান ;
- দেশের সমাজকল্যাণ কার্যক্রম অধিকতর জোরদার ও ফলপ্রসূ করার স্বার্থে সরকার/বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সরকারী অনুদান প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ ;
- সরকারি এবং অসরকারি পর্যায়ে জেলার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর ষান্মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রতি বছরের ৩১ জুলাই ও ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ ;
- সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে উৎসাহী ও স্বেচ্ছায় দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উপযুক্ত রশিদ প্রদান ও যথাযথ হিসাবরক্ষণ সাপেক্ষে অনুদান গ্রহণ ;
- জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন ; এবং

- সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ

উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন

দেশের উপজেলাসমূহে উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ পরিষদের সভাপতি এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সদস্যসচিব। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সমবায় কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা,উপসহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য), চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ(সকল), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রখ্যাত ২জন সমাজকর্মী ও ১জন মহিলা সমাজকর্মী সদস্য।

* উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হবে।উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মেয়াদ ২(দুই)বছর।

উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যাবলী

১. সংশ্লিষ্ট উপজেলার বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং ঐ সব সমস্যা সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন ;
২. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত সকল সমিতি/সংস্থার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, তাদের কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ ;
৩. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থা/সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ে পর্যালোচনা ;
৪. উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রম জোরদার করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ ;
৫. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
৬. উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুদান প্রদানের জন্য জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ ;
৭. সরকারি এবং অসরকারি পর্যায়ে উপজেলার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রতিবছরের ১৫ জুলাই ও ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ ;
৮. সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে উৎসাহী ও স্বেচ্ছায় দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উপযুক্ত রশিদ প্রদান ও যথাযথ হিসাবরক্ষণ সাপেক্ষে অনুদান গ্রহণ ;
৯. উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন ; এবং
১০. সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

বাজেট ও ব্যয় : ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর

সরকার প্রতিবছরের বাজেটে বায়লাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাল পরিষদের অনুকূলে সাহায্য মঞ্জুরী হিসাবে ৫৯০১ সাধারণ মঞ্জুরী, ৫৯৯৮-মূলধন মঞ্জুরী ও ৫৯২৫-কল্যাণ অনুদান এ ৩টি খাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে । সাধারণ মঞ্জুরী ও মূলধন মঞ্জুরী খাতের অর্থ পরিষদ কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, পরিষদ কার্যালয়ের বাড়ি ভাড়া, গাড়ির জ্বালানী ক্রয়, যানবাহন মেরামত, টেলিফোন, বিদ্যুৎ গ্যাস ও পানির বিল পরিশোধ এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আসবাপত্র ক্রয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যয় হয়। 'কল্যাণ অনুদান' খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠনসমূহকে অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট অর্থ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য

কর্মসূচিতে ব্যয় হয়। এছাড়া পরিষদের নিজস্ব কিছু আয় আছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পরিষদের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৮,৩৯,৫০,০০০/-(আটাশ কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। তন্মধ্যে ২৭,৮৯,৪৬,৬৫৬/৫৯ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং অব্যয়িত ৫০,০৩,৩৪৩/৪১ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

পরিষদ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলী

নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠান

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ২টি সভা ০৮-০৯-২০১৪ এবং ০৬-০৪-২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিষদ সভা অনুষ্ঠান

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ৩৯ তম সভা ০৯-০৬-২০১৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেমিনার

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ জন্মলগ্ন থেকে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সমসাময়িক যে সকল সামাজিক সমস্যা সমাজকে আন্দোলিত করে কিংবা সমাজ বিবর্তনে উপাদান হিসেবে জনমনে রেখাপাত করে এমন বিষয়গুলো চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে গুরুত্বের নিরিখে গবেষণা করা দায়িত্ব থাকলেও ধারাবাহিকভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালনকরা সম্ভব হয়নি। এর মূল কারণ গবেষণাধর্মী জনবলের অভাব । যাহোক এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি পালনার্থে বিগত ২৫-০৬-২০১৪ তারিখ ''বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা'' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়াও সেমিনারে বিশিষ্ট চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের অধ্যাপক, দেশের বিশিষ্ট সমাজকর্মীবৃন্দ, পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, অধিদফতর ও দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন ।

সেমিনারে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ

- বাংলাদেশের বর্তমান ৭টি বিভাগ এবং ৬৪ টি জেলায় পর্যায়ক্রমে পরিষদের কার্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।
- পরিষদের কার্যক্রম লাগসই এবং টেকসই করার লক্ষে স্বতন্ত্র বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন প্রণয়ন করে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করা প্রয়োজন।
- বাস্তবতার নিরিখে পরিষদের অর্গানোগ্রাম পুনর্বিন্যাস করে এবং প্রচলিত চাকরি প্রবিধিমালা আধুনিকায়ন করে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত লোকবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।
- পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের লাগসই প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রাপ্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- দেশের বিরাট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিষদ প্রদেয় অনুদানের বরাদ্দ পর্যাপ্ত পরিমানে বৃদ্ধি করা দরকার। একই সাথে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত অনুদান প্রদান কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বল্প বা সুদবিহীন ঋণদান কর্মসূচি প্রবর্তন করা সমীচীন হবে। এতে করে সেবা গ্রহণকারী সংস্থাগুলোর দাতা নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং একই সাথে জবাবদিহিতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।
- ঢাকার উপযুক্ত স্থানে নিজ জমিতে পরিষদের নিজস্ব সুপরিসর ভবন ও চত্বর গড়ে তুলতে হবে।
- যেহেতু পরিষদ সামাজিক প্রযুক্তি নির্ভর বিশেষায়িত একটি সরকারি সেবাদান প্রতিষ্ঠান, তাই এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিক্ষাগত পটভূমি এবং ডিগ্রী সমাজকল্যাণ বা সমাজকর্ম বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- দেশের সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে পরিষদের একাডেমিক সম্পর্ক স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে। এতে করে পরিষদের যৌথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকাজ পরিচালনা করা আরও সহজ, মানসম্মত এবং অর্থবহ হবে।
- পরিষদের প্রচলিত কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে ব্যাপকভিত্তিক জরিপ/গবেষণা, এডভোকেসি, গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ নিতে হবে।
- সরকারের গৃহীত এবং পরিচালিত সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং সামাজিক অর্জন সম্পর্কে নিয়মিত প্রচার-প্রচারণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে করে দেশবাসী সমাজ উন্নয়ন বিষয়ে অবহিত, সচেতন, উদ্বুদ্ধ এবং সক্রিয় হতে পারবে।

পরিষদের চ্যালেঞ্জসমূহ

- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিজস্ব কোন আইন বা অধ্যাদেশ না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা সুনির্দিষ্ট নয় ;
- নিজস্ব কোন ভবন বা কার্যালয় না থাকায় ১৯৫৬ সন থেকে অদ্যাবধি ভাড়া বাড়ীতেই পরিষদের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে আসছে ;
- জনবল অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় যুগোপযোগী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্প্রসারন করা সম্ভব হচ্ছে না;
- মাঠ পর্যায়ে পরিষদের নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো না থাকায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবলের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয় বিধায় তদারকি দুর্বল এবং যথাসময়ে তথ্য-উপাত্ত পেতে বিলম্ব হয় ; এবং
- পরিষদের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির মাধ্যমে দায়িত্ব পালনে সক্ষমতার জন্য দীর্ঘ/স্বল্প মেয়াদী দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণের অভাব।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- হাওর অধ্যুষিত এলাকার শিক্ষিত/অর্ধ-শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব-মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ ;
- ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্পদায়ভুক্ত দুস্থ, গরীব ও অসহায় জনগোষ্ঠিকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভাতা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ;

- ❖ পরিষদের নিজস্ব ভবনের জন্য প্রচেষ্টা জোরদারকরণ;
- ❖ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় কৃত্যভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা ;
- ❖ নিজস্ব ভবনের মাধ্যমে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- ❖ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে অফিসের কার্যাদি সম্পাদন ।

অনুদান বিতরণ কার্যক্রম

দেশে নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৬৭ হাজার। সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবছর কিছু আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে বিতরণকৃত অনুদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠান/অনুদানের ধরণ	প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির সংখ্যা	টাকার পরিমান
১.	জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান	০৯টি	৪০,০০,০০০/-
২.	শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ	৮০টি	১,৫০,০০,০০০/-
৩.	রোগীকল্যাণ সমিতি	৫০৯টি	৫,৭০,০০,০০০/-
৪.	অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি	৬৪ টি	৪০,০০,০০০/-
৫.	সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান	৩৬৫৩টি	৪,০০,০০,০০০/-
৬.	জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ	৬৪টি	৩,০০,০০,০০০/-
	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	১টি	৫০,০০,০০০/-
৭.	বিশেষ অনুদান	প্রতিষ্ঠান ১৩৯টি	২৪,৪৮,৫০০/-
		প্রতিবন্ধী/দুস্থ ব্যক্তি ১৪৮৫৬জন	২,৩৬,০৭,৫০০/-
৮.	ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়, নদীভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্থ বস্তিবাসী, চা-বাগান শ্রমিকসহ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক অনুদান বন্টন।	১৪০০০জন	৭,০০,০০,০০০/-
	সর্বমোট=	প্রতিষ্ঠান-৪৫১৯টি ব্যক্তি-২৮৮৫৬জন	২৫,১০,৫৬,০০০/-

ক. জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান

সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে ব্যাপক কার্যক্রমে জড়িত প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত কার্যক্রম দ্বারা দেশের অসংখ্য মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, সোসাইটি ফর দ্যা ওয়েলফেয়ার অফ দ্যা ইন্টেলেকচুয়ালী ডিসএবল্ড (সুইড), বাংলাদেশ,ন্যাশনাল ফোরাম অব অর্গানাইজেশনস ওয়ার্কিং উইথ দি ডিজএ্যাবল্ড (এনএফওডব্লিউডি), বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ,বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি (হেমো-ডায়ালাইসিস ইউনিট এর জন্য), বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (অবসর ভবন), সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিষদ হতে আর্থিক অনুদান গ্রহণ করে সমাজের প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও পশ্চাদপদ ব্যক্তিদের কল্যাণ করে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ০৯টি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

খ. রোগীকল্যাণ সমিতি

দুঃস্থ ও দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা, সহজে হাসপাতালে ভর্তি করা, বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান এবং চিকিৎসাকালীন সময়ে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং জেলা সদর হাসপাতালে একটি করে রোগীকল্যাণ সমিতি রয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে জেলা পর্যায়ে মোট ৯০টি রোগীকল্যাণ সমিতি আছে। তন্মধ্যে সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২টি, ঢাকা জেলায় ১৫টি, পাবনা, খুলনা ও নারায়নগঞ্জ প্রতি জেলায় ২টি করে মোট ৬টি এবং ৫৭টি জেলায় ১টি করে রোগীকল্যাণ সমিতি রয়েছে। রোগীকল্যাণ সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর পরিষদ থেকে আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করা হয়। এছাড়াও ৪১৯টি উপজেলায় রোগীকল্যাণ সমিতিকে আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করা হয় । ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৫০৯টি রোগীকল্যাণ সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে ৫,৭০,০০,০০০/-(পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা পরিষদ থেকে আর্থিক অনুদান বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

গ. শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ

সারাদেশের জেলা পর্যায়ে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ রয়েছে। স্বল্প সুবিধাভোগী, সুবিধাবঞ্চিত ও গরীব শহুরে সমাজের জনসাধারনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক পছন্দনীয় পেশায় নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করাই শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদের উদ্দেশ্য। এ সকল প্রকল্প পরিষদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদকে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এককালীন আর্থিক অনুদান বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ঘ. অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি

দেশের ৬৪ টি জেলায় ৬৪টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি রয়েছে। জেল ফেরত কয়েদিদেও পুনর্বাসন করাই এর উদ্দেশ্য। এসকল অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৬৪ টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিকে ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা এককালীন আর্থিক অনুদান বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ।

ঙ. সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান

নিবন্ধীকৃত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এসব সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ সীমিত পরিসরে হলেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে আছে দেশের লক্ষ লক্ষ দুস্থ মানুষ ও সমাজকর্মী। এসব সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তারা সরকারের পাশে থেকে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন: বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও মহামারী ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত আছে গণশিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, টাইপ রাইটিং, এমব্রয়ডারি, উলের কাজ, দর্জি বিজ্ঞান), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ পরিচর্যা, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী পালন, এলাকার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, এতিম প্রতিপালন, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, বিনামূল্যে চিকিৎসা, দুস্থ ও গরীবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা, পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সংগীত শিক্ষা, খেলাধুলা, পাঠাগার এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সেবামূলক কর্মসূচির এক বা একাধিক বিষয়াবলী। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে এ খাতের বরাদ্দকৃত অনুদানের অর্থ জেলাওয়ারী জনসংখ্যার অনুপাতে বন্টন করা হয়ে থাকে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টনের সুপারিশসহ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ করে থাকে। অতঃপর পরিষদ হতে উক্ত সুপারিশকৃত অনুদানের প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলার ৩৬৫৩টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪,০০,০০,০০০ (চার কোটি) টাকা অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে।

চ.বিশেষ অনুদান

নীতিমালার আলোকে বিশেষ অনুদান খাতের অর্থ মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। দরিদ্র অসহায় দুস্থ সাধারণ মানুষদের বিশেষ করে দুস্থ অসহায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা, লেখাপড়া, বিবাহ, পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাতে ব্যক্তি বিশেষকে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও কিছু কিছু কল্যাণমূলক সংগঠন/ সমিতি/ পাঠাগার/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এ অনুদান বরাদ্দ করা হয়। অনুদানের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১৩৯টি প্রতিষ্ঠানকে ২৪,৪৮,৫০০ টাকা এবং ১৪৮৫৬ জন প্রতিবন্ধী/দুঃস্থ ব্যক্তিকে ২,৩৬,০৭,৫০০ (দুই কোটি ছত্রিশ লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত) টাকা বিশেষ অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে রূপকল্প-২০২১ ও সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়নে নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নির্বাহীগণের জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে "সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে।

প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব; বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম; সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমসমূহ; স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও বিধিমালা ১৯৬২; সমাজকল্যাণের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা; নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ; জন্ম নিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন ও ভোটার নিবন্ধন আইনসমূহ; নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার প্রতিরোধ, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ আইনসমূহ এবং পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা; প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা; মাদকাসক্তি সমস্যা ও তার প্রতিকার; সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়নের গুরুত্ব; নেতৃত্বের স্বরূপ, গুণাবলী, নেতৃত্বের ধরণ, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে নেতৃত্বের গুরুত্ব; জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন; দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (গবাদী পশু, হাঁসমুরগী পালন, হস্তশিল্প, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মৎস্যচাষ প্রভৃতি) এবং স্যানিটেশন ও আর্সেনিক সমস্যা ও তার প্রতিকার; তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, স্থানীয় সরকার এবং জিও-এনজিও সহযোগিতা; সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের করণীয়; স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় গবেষণা, জরীপ, মূল্যায়নের গুরুত্ব ও প্রতিবেদন প্রণয়ন; বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়-ব্যয় নির্বাহের নিয়ামাবলী, ক্যাশবহি লিখন এবং নিরীক্ষা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩; জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম; দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টিনী কর্মসূচি প্রভৃতি বিষয়ে ধ্যান-ধারণা দেয়া হয় এবং রিসোর্স পার্সন হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদফতর, দপ্তর, সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপকগণকে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনী দিবসে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। পরিষদ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের জন্য "সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৩০টি কোর্সে ৯১৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৭৭৭ জন পুরুষ এবং ১৩৭ জন মহিলা।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াত ভাতা এবং ৬০০ (ছয়শত) টাকা হারে দৈনিক ভাতা প্রদান করা হয়। রিসোর্স পার্সনকে প্রতি ক্লাসের জন্য (উপসচিব ও তদুর্দ্ধ) ১০০০ (একহাজার) ও অন্যদের ৮০০ (আটশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ :

ক্রমিক	অর্থবছর	কোর্সের সংখ্যা	কোর্সের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা		
				মহিলা	পুরুষ	মোট
১.	২০১৪-২০১৫	৩০টি	৫দিন	১৩৭	৭৭৭	৯১৪

তথ্য প্রযুক্তি

পরিষদের সার্বিক তথ্যাদি সম্বলিত নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ওয়েবসাইট ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে পরিষদ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।